চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ
সমিতির সাংস্কৃতিক
বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ২৫ ফাল্গুন – ১ চৈত্র, ১৪৩০ ঃ ৯ মার্চ – ১৫ মার্চ, ২০২৪ | Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 19, 9 March - 15 March, 2024 | ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভোটের প্রচার থেকে ধর্মীয় স্থানকে বাদ দিল জাতীয় নির্বাচন

কমিশন। এমনকী দেওয়া যাবে না মিথ্যে প্রতিশ্রুতিও। ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে অর্ধসত্য প্রচার ভুল প্রমাণ হলে ব্যবস্থা নেবে কমিশন।

রবিবার : নতুন ২০০৪ সালের পেনশন নীতি বাতিল করে পুরানো

পেনশন নীতি চালু না করলে আগামী ১ মে থেকে ধর্মঘটে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিল রেলকর্মী ইউনিয়নগুলির জয়েন্ট ফোরাম। দীর্ঘদিন ধরে এই দাবিতে আন্দোলন চলছে।

সোমবার : দুর্নীতির পর এবার স্বজনপোষণ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মৎস্য

নিগমের দৈনিক মজুরির কর্মীদের মধ্যে কারোর কারোর মজুরি নির্ধারিত হারের চেয়ে বেড়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। এতেই দুর্নীতি দেখছেন অন্যান্য কর্মীরা।

মঙ্গলবার : সাংসদ ও বিধায়কের বিরুদ্ধে ওঠা ঘুষ নেওয়ার

অভিযোগের তদন্ত ও বিচার চললে কোনোভাবেই তাদের রক্ষাকবচের আর্জি বিবেচনা করা হবে না বলে জানিয়ে দিল সুপ্রীম কোর্টের ৭ বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

বুধবার : ইস্তফার পরেই বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে

জানিয়ে দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের সদ্য প্রাক্তন এবং ন্যায় বিচার পাওয়ার ভরসা জোগানো বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। এ নিয়ে গোটা রাজ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

বৃহস্পতিবার : আদালতের নির্দেশে শাহজাহান কাণ্ডের তদন্তভার

হাতে পেয়েছে সিবিআই। নির্দিষ্ট সময়ে শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। তবু নানা টালবাহানায় সারাদিন কাটালো সিআইডি। অবশ্য অবশেষে হয়েছে হস্তান্তর।

শুক্রবার : রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরে পিএসসির চেয়ারম্যান

ও সদস্য নিয়োগ না করায় বিপাকে পড়েছে চাকরিপ্রার্থীরা। এবার কলকাতা হাইকোর্ট হুশিয়ারি দিয়ে জানিয়ে দিল সরকার না করলে তারাই নিয়োগ করবে চেয়ারম্যান।

সবজান্তা খবরওয়ালা

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সকলের ‘জিরো টলারেন্স’ জরুরি

ওঙ্কার মিত্র

দম্ভ, দুর্নীতি আর দাদাগিরি। এই তিন দ'ফা কি করে জনপ্রিয়তার শিখরে থাকা একটি রাজনৈতিক দল ও তার সরকারের দফারফা করতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পেল পশ্চিমবঙ্গবাসী। একটা জগদ্দল শাসনতন্ত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে বদল আনবে বলে যে দলটা অকুণ্ঠ জনসমর্থন অর্জন করল সে মাত্র ১৩ বছরে এই তিন দ'এর গুঁতোয় হাঁসফাঁস করছে।

আসলে এই তিন 'দ' বড় সাংঘাতিক এবং মায়াময়। অনেকটা পাখা ওঠা পিপিলিকার আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মত। সর্বনাশ হবে জেনেও রাজনীতিকরা এই তিন দ'এর কবলে পড়ে এবং নিজেদের পতন অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ইতিহাসের অসংখ্য সর্বনাশা উদাহরণও তাদের নিরস্ত করতে পারে না। রামায়ণের রাবন থেকে মহাভারতের দুর্যোধন হয়ে আজকের রাজনৈতিক নেতা, সকলেই এই দ'এর শিকার। তবে রাজনীতিকরা যেহেতু প্রজাপালনের চালিকা শক্তি তাই তারা দুর্বল হলে প্রভাবিত হয় প্রজারাও। কারণ এই তিন দ জীবনের প্রধান তিন নীতিকে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। প্রথম 'দ' মানে দম্ভ বা অহংভাব রাজনীতিকে কলুষিত করে তোলে। এর ফলে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আদর্শচ্যুত হয়ে তার জনভিত্তি হারায়। দ্বিতীয় 'দ' অর্থাৎ দুর্নীতি ক্ষতি করে অর্থনীতির। স্বর্ণখচিত পাত্র যতই দামি হোক না কেন তাতে ফুটো থাকলে যেমন তার কোনো দাম থাকে না তেমনই

আয়ের উৎস যতই চাঙ্গা হোক দুর্নীতি আটকাতে না পারলে অর্থনীতি কখনই মজবুত হয় না। স্বাস্থ্যকর অর্থনীতির পাত্রের সুফল দুর্নীতির ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর তৃতীয় 'দ'এর দাদাগিরি ক্ষতি করে সমাজনীতির। ভয় ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বত্র। এরকম হলে সাধারণ জনগন স্বাধীন ভাবে কথা বলার, সম্মান নিয়ে বাঁচার অধিকার হারায়। সুবিচারের অভাবে জমে উঠতে থাকে ক্ষোভ।

তবে এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল দুর্নীতি। একে আটকাতে না পারলে অন্য সব নীতি পঙ্গু হয়ে পড়তে বাধ্য। দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয় বঞ্চনা, গলা টিপে ধরে দারিদ্র–অনাহার, ভেঙে পড়ে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। রাজনীতি ও সমাজনীতিকে আমরা আমাদের দেশের গণ্ডিতে আটকে রাখলেও অর্থনীতিকে আমরা বিশ্বের দরবারে মুক্ত করে দিয়েছি। ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থনীতির অভিঘাত ভারতবর্ষের মত বিশ্ব অর্থনীতির দেশে মারাত্মক। শুধুমাত্র দুর্নীতির জন্য আমরা করাপশান এবং হাঙ্গার দুটি গ্লোবাল ইনডেক্সেই তলানিতে। প্রথমটিতে ৯৩, অন্যটিতে ১২৫। দারিদ্রতাও আগের থেকে সামান্য কমলেও এখনও দেশে প্রকটভাবে রয়ে গিয়েছে।

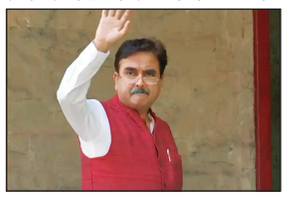

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এর থেকে মুক্তির উপায় কি বা আদৌ কি এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব? উত্তর হল, অবশ্যই সম্ভব। রাজতন্ত্রে এক শাসক আর এক শাসককে খতম করে অনাচার থেকে প্রজাদের বের করে আনে, কিন্তু গণতন্ত্রে এই দায়িত্ব নিতে হয় জনগণকেই। ভয় ভীতি জয় করে ঘুরে দাঁড়াতেই হয় তাদের। বহু বাধা আসলেও মনে প্রাণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবেই, জিরো টলারেন্স তৈরী করতে হবে দুর্নীতির জন্য। তবে এটা ঠিক যে, ভারতবর্ষে এই অবস্থান নেওয়া অতটা সহজ নয়। কারণ প্রশাসনে দুর্নীতির যে বিষ ব্রিটিশরা ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে তাকে নির্মূল করার বদলে সযত্নে লালন পালন করে গিয়েছেন স্বাধীন ভারতের দেশীয় শাসকরা। স্বাধীনতা পাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে ১৯৪৮ সালে জীপ কেলেঙ্কারি দিয়ে ভারতে যে কালযজ্ঞ শুরু হয় তাতে নিয়মিত আহুতি দিয়ে গিয়েছে এদেশের শাসকরা। এরপর দুয়ের পাতায়

রাজনীতির শিকার জেলা পরিষদের ডায়েরি

19	145	SATGACHIA	MOHAN CHANDRA NASKAR	7278854443 8617762440
20	[illegible]	BISHNUPUR	DILIP MONDAL	[illegible]597748
21	147	SONARPUR DAKSHIN	ARUNDHUTI MAITRA	9073154500
22	149	KASBA	JAVED AHMED KHAN	9830977758
23	150	JADAVPUR	DEBABRATA MAJUMDAR	[illegible]1288407
24	151	SONARPUR UTTAR	FIRDOUSI BEGUM	9831734454
25	152	TOLLYGUNGE	AROOP BISWAS	9930051484
26	153	BEHALA PURBA	RATNA CHATTERJEE	9903407606
27	154	BEHALA PASCHIM	PARTHA CHATTERJEE	9831002887
28	155	MAHESHTALA	DULAL CHANDRA DAS	9830600584

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : পশ্চিমবঙ্গের ঘৃণ্য রাজনীতি যে সরকারি শিষ্টাচারকে গ্রাস করে রাজ্যটিকে রসাতলে নিয়ে চলেছে তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারি পয়সায় ছাপা বাৎসরিক ডায়েরিতে।

প্রতিবছর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি করে নতুন বছরের ডায়েরি দেওয়া হয় সাংবাদিকদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ছবি সম্বলিত ডায়েরিটি এ বছরও অনেক সাংবাদিক পেয়েছেন। প্রথম দিকের পাতাগুলোতে সরকারি আধিকারিক সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের নামের তালিকা ও ফোন নম্বর থাকে। ছয় ও সাতের পৃষ্ঠায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিধানসভার নাম এবং বিধায়কদের নাম ও তাদের ফোন নম্বর ছাপা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল ভাঙ্গড় বিধানসভাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও ওই তালিকায় ভাঙ্গড় বিধানসভার নাম কিংবা ওই বিধানসভার বিধায়কের নাম কিংবা ফোন নম্বরের কোনো উল্লেখ নেই। আরো একটি গরমিল চোখে পড়ছে। জেলার বিধায়কের সংখ্যা ৩১ মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে কুলতলীকে দুবার ছেপে। ১২৯ নম্বর কুলতলী বিধানসভার তিন নম্বর ক্রমিক সংখ্যায় অবস্থান করছে বিধায়কের নাম গণেশচন্দ্র মণ্ডল। এরপর দুয়ের পাতায়

ভোটে এএসডি লিস্টের গুরুত্ব বাড়ানো দরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কয়েকদিন বাড়তি সময় দিয়ে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও বিধানসভা ভিত্তিক চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। মূলত এই ভোটার তালিকার উপর ভিত্তি করেই অনুষ্ঠিত হবে আগামী লোকসভা নির্বাচন। বড়জোর নির্বাচনের প্রাক্কালে একটা সংযোজন হতে পারে। তবে নির্বাচনের আগে সংশোধন ও বিয়োজনের সুযোগ আর নেই বলেই মনে হয়।

তাই লোকসভা ভোটের আগে তালিকা নিয়ে নানা অভিযোগের আবহে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগে এবারের চূড়ান্ত ভোটার তালিকার শুদ্ধকরণ আশানুরূপ হল তো? অর্থাৎ কতটা মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটার মুক্ত করা গেল এবারের তালিকাকে? ভোটার তালিকার সঙ্গে সঙ্গে জেলাভিত্তিক ইআরওদের রাঙ্কিংও প্রকাশ করেছে কমিশন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সামগ্রিক কাজের ভিত্তিতে সেরা নির্বাচিত হয়েছে টালিগঞ্জ বিধানসভা। লিঙ্গানুপাত বৃদ্ধি, নতুন ভোটার সংযোজনের শতাংশ ও সচেতনা বৃদ্ধি অভিযানে সেরা হয়েছে যথাক্রমে মেটিয়াবুরুজ,

গোসাবা ও বিষ্ণুপুর বিধানসভা। আর তালিকা শুদ্ধিকরণে সেরা হয়েছে বেহালা পূর্ব বিধানসভা। এছাড়া ব্লকের ক্ষেত্রে সেরা হয়েছে ফলতা, গোসাবা ও সোনারপুর ব্লক। এই রাঙ্কিং তালিকা বলে দিচ্ছে শুদ্ধিকরণের কাজটা কিন্তু সর্বত্র সমানভাবে হয়নি। অর্থাৎ এখনও ভোটার তালিকায় রয়ে যেতে পারে বেশ কিছু মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটার যারা আগামী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির ভুয়ো ভোটদানের হাতিয়ার হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ডায়মন্ড হারবার লোকসভার অন্তর্গত বিধানসভাগুলির ভোটার তালিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। তবে অনেক বছর ধরেই কমিশন ভোটের ৭দিন আগে পর্যন্ত বিএলওর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে একটি তালিকা তুলে দেয় প্রিসাইডিং অফিসারের হাতে। একে বলে এএসডি বা অ্যাবসেন্ট শিফ্টেড ডেড লিস্ট। উদ্দেশ্য এই তালিকার কোনও ভোটার যদি ভোট দিতে আসেন তার কাগজ পত্র পরীক্ষা করবেন প্রিসাইডিং অফিসার। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি এই তালিকা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পড়ে থাকে ব্যাগের মধ্যে। এটি খোলার তাগিদও অনুভব করেন না নানা চাপে থাকা প্রিসাইডিং অফিসার। অবশ্য এ নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট আদেশও নেই কমিশনের। ফলে এই তালিকার অনেকেই নির্বিবাদে ভোট দিয়ে গেলেও কিছুই করার থাকে না কমিশনের। এখানেই সরব হওয়ার সুযোগ রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির তরফে। তারা যদি ভুয়ো ভোট আটকাতে এএসডি লিস্টের গুরুত্ব বাড়াতে কমিশনের উপর চাপ দেন, তবে ভুয়ো ভোটের একটি দরজা অন্তত বন্ধ হতে পারে।

জেল ভ্রমণে যাবেন বিচারপতি

কল্লোল গুহঠাকুরতা : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংশোধনাগারে বিভিন্ন বেনিয়ম, অনিয়ম, উপচে পড়া বন্দীদের সংখ্যা এবং সংশোধনাগারের ভেতর মহিলা বন্দীদের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাবার বিষয়টি শুনানীর জন্য ফের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ ওঠে। আদালত বান্ধব তাপস ভঞ্জের দেওয়া চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট পড়ে সমস্ত ঘটনা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি নিজেই জেল ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে এ ব্যাপারে তিনি একটি কোর কমিটি গঠন করতে বলেন, এরপর দুয়ের পাতায়

মোদী নিরুত্তর থাকলেও সরব শাহ–শান্তনুরা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা সীমান্ত এলাকার এক প্রান্ত বনগাঁয় মতুয়াদের গড় এবং অন্য প্রান্ত বসিরহাটের সন্দেশখালি এখন রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। একদিকে নাগরিকত্ব প্রদানের মাধ্যমে মতুয়াদের মন জয় অন্যদিকে সন্দেশখালির মহিলাদের সুবিচার আগামী লোকসভা ভোটের প্রধান ইস্যু। এর আগে বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর এবং দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ খুব তাড়াতাড়ি সিএএ চালু হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। এরই মধ্যে একেবারে সেই জেলা সদর বারাসতে পৌঁছে গেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রত্যাশিত ভাবে তিনি তাঁর বক্তৃতায় সন্দেশখালি নিয়ে সোচ্চার হলেও সিএএ নিয়ে একটি কথাও বলেননি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশের সাধারণ মানুষ আমার পরিবার। বাংলার প্রত্যেক মা–বোন আমার পরিবার।' তবে এদিনের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে সিএএ প্রসঙ্গে কোনও শব্দ উচ্চারণ করেননি। এ নিয়ে বিরোধী রজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি মতুয়া জনমানসেও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এদিকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই বর্তমান সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের নাম ঘোষণা করে দিয়েছেন। মতুয়া ভোট ব্যাঙ্ক নিজেদের অনুকূলে রাখতেই শান্তনুর উপরে

প্রসঙ্গ : সিএএ

বিজেপি ফের বাজি রাখল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এ প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুরের দাবি, দল আমাকে যোগ্য মনে করেছে বলেই প্রার্থী করেছে। এরপরই শান্তনুকে ভোট না দেওয়ার আবেদন জানিয়ে পোস্টার পড়ে এলাকায়। এ প্রসঙ্গে বনগাঁর প্রাক্তন সাংসদ তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি মমতা বালা ঠাকুর বলন, মতুয়াদের উন্নয়নে গত পাঁচ বছর কিছুই করেননি শান্তনু। এমনকি আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন তিনি শান্তনুর বিরুদ্ধে। মমতাবালা আরও বলেন, 'আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে মতুয়া সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের।' এরপর দুয়ের পাতায়

জলাভূমিতে বাড়ি করে জীবনে অন্ধকারের হাতছানি

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুর ব্লকের খেয়াদহ ১ এবং ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১৭টি মৌজাতেই ছড়িয়ে–ছিটিয়ে রয়েছে জলাভূমি। বহু বছর ধরে সেখানেই গড়ে উঠেছে ঘরবাড়ি। কেউ রয়েছে আগে থেকে আবার অনেকে সম্প্রতি। কিন্তু এই জলাভূমিতে বাড়ি করে এখন কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে ৩৭টি মৌজার কয়েকশো পরিবারের। এখন ওই পরিবার গুলি বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য মিটারের আবেদন করেছে কিন্তু যেহেতু আইন বিরুদ্ধভাবে জলা জমিতে বাড়ি করেছে তাই তাদের মিটার বসানোর অনুমতি দেওয়া হবে না বলেই ঠিক করেছে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ। এতদিন ঘুরপথে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে চালাচ্ছিলেন তারা। এবারে নতুন মিটার নেওয়ার জন্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কাছে আবেদন করেন। কিন্তু যেহেতু জলাভূমিতে আইন মোতাবেক কোনওরকম নির্মাণ কাজ করা যায় না। তাই আটকে গিয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগের প্রক্রিয়া। খেয়াদহ ১ নম্বর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শ্রী গোরাচাঁদ নস্কর বলেন, বেশ কিছু পরিবার আবেদন করেছে। কিন্তু এখনো তারা নতুন মিটারের সংযোগ পায়নি। তবে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছি। খেয়াদহ ২নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতা নস্করের কথায়, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আমরা বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কাছ থেকে এই সংক্রান্ত তথ্য চেয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন হল জলাভূমিতে নির্মাণ করা অবৈধ জেনেও কী করে এই পরিবারগুলি সেখানে বাড়ি করেছে? খেয়াদহ এক নম্বর পঞ্চায়েতের তুহুরিয়া, তার দহ,নয়াবাদ সহ বেশ কিছু জায়গায় গিয়ে এই প্রশ্ন করা হলে অনেকেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছে। কারো বক্তব্য এমন কোনও নিয়ম বা আইন রয়েছে বলে জানা ছিল না। এরপর দুয়ের পাতায়

সন্দেশখালি হতে চলেছে বাসন্তী?

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ, জখম ৪

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : তোলাবাজি, জমিদখল সহ একাধিক অভিযোগে বিদ্ধ। সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা সেখ শাহজাহান বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে। যা বর্তমানে জাতীয় রাজনীতির অন্যতম ইস্যু।এবার সেখ শাহজাহান এর সাথে তুলনা করে বাসন্তী ব্লক তৃণমূল নেতা তথা বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রাজা ওরফে নূরইলাহি গাজীর বিরুদ্ধে কামান দাগলেন তাঁরই এক নিকট আত্মীয়রা। রাজা গাজীর অত্যাচারের মাত্রায় জর্জরিত হয়ে থানার দ্বারস্থ হয়ে কোন কিছুই লাভ হয়নি বলে দাবী তাঁদের। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তী ব্লকের কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিমূলতলা মোড় এলাকায় রয়েছে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরীর করার জন্য ৬ বিঘা জমি দান করেছিলেন আমিররুল হক গাজী।হাসপাতাল তৈরী হলেও তার পাশেই আরো ৬ বিঘা জমি ছিল। তৎকালীন বাম সরকারের আমলে পার্টীর লোকজন তা দখল করে নেয়। আদালতের দ্বারস্থ হয়ে বিগত তিনবছর আগে সেই জমি ফেরত পায় গাজী পরিবার। অভিযোগ সেই জমির উপর গত বুধবার তৃণমূল নেতা রাজা গাজী ও তাঁর দলবল জোর করে নির্মাণ করা করার জন্য জেসিবি দিয়ে পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেয়। বাধা দিয়ে প্রতিবাদে সরব হন হামিদুল গাজী, হাবিবুল রহমান গাজী,সেলিমা গাজী,সাহিদ গাজীরা। অভিযোগ তাদেরকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় চারজন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা জখমদেরকে উদ্ধার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তারা। এরপর দুয়ের পাতায়

চাকরির দাবিতে অবস্থানে জমিদাতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেউচা পাঁচামী কয়লাখনি প্রকল্পে জমি দিয়ে মিলেছে চাকরি কিন্তু বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জমি দিয়েও মেলে নি চাকরি। ১৯৯৫ সালে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। তারপর কেটে গিয়েছে ২৯ বছর, মেলে নি চাকরি। ফলে চাকরির দাবিতে মঙ্গলবার সিউড়ি প্রশাসন ভবনে সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভূমিহারা ইউনিয়নের সদস্যরা। বিপ্লব দাসবৈরাগ্য, মনিমালা মন্ডল বলেন, ডেউচায় জমি নিয়ে চাকরি দিয়েছে রাজ্য সরকার কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে দ্বিচারিতা করছে। জমি দিয়েও আমরা চাকরি পাই নি। বেকারত্বের জ্বালায় জ্বলছি। টেকনিক্যাল ট্রেনিং করিয়েও চাকরির কোনো নিশ্চয়তা দিচ্ছে না। তাই আমরা বাধ্য হয়ে অবস্থানে বসেছি।

ফয়জাবাদ সমাধিস্থলে লাগানো ব্যানারে নেতাজির ‘মৃত্যু’ ধোঁয়াশা

কুনাল মালিক ● উত্তর প্রদেশ

খবরের শিরোনাম শুনে অনেকেই চমকে উঠতে পারেন। কিন্তু এটা আমার করা শিরোনাম নয়। গত বৃহস্পতিবার অযোধ্যায় এসেছি রামলালার মূর্তি দর্শন করতে। ঐদিন খোঁজ নিয়ে চলে গেলাম উত্তরপ্রদেশের ফয়জাবাদে সরযু নদীর তীরে গুপ্তার ঘাটে। যদিও গুপ্তার ঘাট কথাটি অপভ্রংশ হয়েছে, এটা হবে গোপ্রতার ঘাট। ঘাটের ডানদিকে একটু এগুলেই দেখতে পাবেন একটি সমাধিস্থল। সমাধিস্থলের পিছনে একটি বোর্ডে শোভা পাচ্ছে যার সঙ্গে অবিকল মিলে যায় নেতাজি সুভাষের মুখাবয়ব। গুমনামী বাবার মুখ। শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে গুমনামী বাবা, ভগবানজি এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে। তিন জনকেই একই ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। শেষের দিকে লেখা আছে, জন্ম ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি উড়িষ্যা কটক। এবং নিধন ১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশ। যিনি এই বোর্ডটি লাগিয়েছেন তার নাম শক্তি সিংহ, অধ্যক্ষ নেতাজি সুভাষ রাষ্ট্রীয় বিচার কেন্দ্র। যদিও সমাধিস্থলের পাকা ফলকে মৃত্যুর জায়গায় দেওয়া রয়েছে '???'। এই সমাধিস্থল দেখে আমি এবং আমার চিত্র সাংবাদিক অরুণ লোধ রীতিমতো শিহরিত। তারপরে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলে যা জানতে পারলাম; ১৯৪৫ সালের তাইহোকু বিমানবন্দরে যে দুর্ঘটনায় নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের মৃত্যু হয় বলে রটনা হয়েছিল, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। কারণ পরবর্তী সময়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র

বোসকে নাকি বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে থাকার পর শেষ দিকে আড়াই বছর নাকি উত্তরপ্রদেশের ফয়জাবাদে রামভবনে আত্মগোপন করেছিলেন। সেই রামভবনের ছবিটিও আমরা ক্যামেরাবন্দি করেছি। শক্তি সিংহের বাবা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে এখানেই থাকতে দিয়েছিলেন। যদিও তিনি জনসমক্ষে কোনদিন আসেননি। তিনি ভগবান জি এবং গুমনামী বাবা নামেই পরিচিত ছিলেন। শক্তি সিংহ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস যদি না হন তাহলে তিনি আসার ছয় মাসের মধ্যেই আজাদ হিন্দ ফৌজের বিভিন্ন ব্যক্তিরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন কেন। কলকাতা থেকেও কয়েকজন ভক্ত আসতেন তার সঙ্গে দেখা করতে। ১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর নাকি তার মৃত্যু হয়। অতি সংগোপনে মাত্র তেরো জনের উপস্থিতিতে গোপ্রতার ঘাটে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় বলে জানা যায়। পরবর্তী সময়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে গুমনামি বাবার ২৪টি তালাবন্দি বাক্স খোলা হলে বেশ কিছু নথি ও জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হয়। তার মধ্যে জার্মানের টাইপ রাইটার, একটি গোল ফ্রেম এর সোনালী চশমা, একটি কালীমাতার ছবি ও বেশ কিছু চিঠিপত্র পাওয়া যায়। যার সঙ্গে নাকি সুভাষ চন্দ্রের ব্যবহৃত জিনিসের অবিকল মিল আছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 19, 9 March - 15 March, 2024

কাজের খবর

রেলে কনস্টেবল ও সাব ইন্সপেক্টর

নিজস্ব সংবাদদাতা : কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদহ, গুয়াহাটি, পটনা, রাঁচী, চেন্নাই, আহমেদাবাদ, এলাহবাদ, বেঙ্গালউরু, ভুবনেশ্বর, বিলাসপুর, মুম্বই, মজঃফরপুর, সেকেন্দরাবাদ, আজমীর, জম্মু–কাশ্মীর, চন্ডীগড়, ভাপোল, গোরক্ষপুর ও তিরুবনন্তপুরম রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলের ১৭টি জোনে ২১টি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স ও রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোর্সে (মেট্রো রেল–সহ) 'কনস্টেবল' পদে ৪,২০৮ জন ও 'সাব–ইন্সপেক্টর' পদে ৪৫২ জন ছেলেমেয়ে নেওয়ার জন্য দরখাস্ত নেওয়া শুরু হচ্ছে ১৫ এপ্রিল থেকে। ভারতীয় রেল মন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তিতে (EN 49/82) একথা জানান। কোন পদের জন্য কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ইত্যাদি দেওয়া হল:

কনস্টেবল: মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৪'এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মী প্রভৃতি প্রার্থীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬৫ সেমি., বুকের ছাতি না–ফুলিয়ে অন্তত ৮০ সেমি. আর ফুলিয়ে ৮৫ সেমি. ও ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তপশিলীরা লম্বায় ৫ সেমি., বুকের ছাতিতে ৩.৮ সেমি. ছাড় পাবেন। গোর্খা হলে লম্বায় ২ সেমি ছাড় পাবেন।

মেয়েদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭ (তঃজাঃ ও তঃউঃজাঃ হলে ১৫২, গোর্খা হলে ১৫৫) সেমি আর ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চোখে চশমা, জোড়া–হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, ট্যারা দৃষ্টি, শারীরিক বিকৃতি থাকলে আবেদনের যোগ্য নন। বেসিক পে: ২১,৭০০ টাকা। মোট শূন্যপদ: ৪,২০৮টি। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মানুযায়ী সংরক্ষিত ক্যাটেগরির জন্য যথারীতি শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে। লিখিত পরীক্ষায় ১২০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (১) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং – ৩৫টি প্রশ্ন, (২) অ্যারিথমেটিক – ৩৫টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস – ৫০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। লিখিত পরীক্ষায় জেনারেল, ও.বি.সি. প্রার্থীরা ৪২ নম্বর আর তপশিলীরা ৩৬ নম্বর পেলে সফল হবেন। মোট শূন্যপদের ১০ গুণ প্রার্থীকে শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ছেলেদের বেলায় থাকবে এইসব বিষয়: (১) ৫ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে ১,৬০০ মিটার দৌড়, (২) ৪ ফুট হাই–জাম্প, (৩) ১৪ ফুট লং জাম্প। মহিলাদের বেলায় শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয় : (১) ৩ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়, (২) ৩ ফুট হাই জাম্প, (৩) ৯ ফুট লং জাম্প। প্রথমে দৌড়ে একবার করে সুযোগ পাবেন ও সফল না হলে বাতিল হবে। পরের ২ ইভেন্টে ২ বার করে সুযোগ পাবেন। সফল হলে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন।

সাব–ইন্সপেক্টর: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা ১–৭–২০২৪'এর হিসাবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মী প্রভৃতি প্রার্থীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। তপশিলীরা লম্বায় ৫ সেমি., বুকের ছাতিতে ৩.৮ সেমি. ছাড় পাবেন। গোর্খা হলে লম্বায় ২ সেমি ছাড় পাবেন। মেয়েদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭ (তঃজাঃ ও তঃউঃজাঃ হলে ১৫২, গোর্খা হলে ১৫৫) সেমি আর ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বেসিক পে: ৩৫,৪০০ টাকা। মোট শূন্যপদ: ৪৫২টি। লিখিত পরীক্ষায় ১২০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং ৩৫টি প্রশ্ন, (২) অ্যারিথমেটিক –৩৫টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস –৫০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। লিখিত পরীক্ষায় জেনারেল, ও.বি.সি. প্রার্থীরা ৪২ নম্বর আর তপশিলীরা ৩৬ নম্বর পেলে সফল হবেন। মোট শূন্যপদের ১০ গুণ প্রার্থীকে শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ছেলেদের বেলায় থাকবে এইসব বিষয়: (১) ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ১,৬০০ মিটার দৌড়, (২) ফুট ৯ ইঞ্চি হাই–জাম্প, (৩) ১২ ফুট লং জাম্প। মহিলাদের বেলায় শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে এইসব ৩ বিষয়: (১) ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়, (২) ৩ ফুট হাই জাম্প, (৩) ৯ ফুট লং জাম্প। দৌড়ে একবার সুযোগ পাবেন ও সফল না হলে বাতিল হবে। পরের ৩ ইভেন্টে (মেয়েদের বেলায় ২ ইভেন্টে) ২ বার করে সুযোগ পাবেন। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ মে'র মধ্যে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (৩০ থেকে ৭০ কেবির মধ্যে) ও সিগনেচার (৩০–৭০ কেবির মধ্যে) আর কাস্ট সার্টিফিকেট (শুধুমাত্র তপশিলীদের জন্য) ৫০০ কেবির মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। যে ফটো স্ক্যান করবেন সেই ফটোর ১২ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন, পরবর্তী ধাপে পরীক্ষার জন্য লাগবে। প্রথমে সংশ্লিষ্ট রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে দরখাস্ত করবেন। তখন ইউজার আই.ডি. ও পাশওয়ার্ড পাবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। সাধারণ প্রার্থীরা 'সি.বি.টি.' পরীক্ষা দিয়ে থাকলে পরীক্ষা ফী থেকে ৪০০ টাকা আর তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী, মহিলা, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, ১৩৭% অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীরা 'সি.বি.টি.' পরীক্ষা দিয়ে থাকলে ২৫০ টাকা ফেরৎ পেয়ে যাবেন (ব্যাঙ্ক চার্জ কেটে)।

কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় কোন ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন: কলকাতা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbkolkata.gov.in, মালদহ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbmalda.gov.in, শিলিগুড়ি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbsiliguri.gov.in, রাঁচি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbranchi.gov.in, পটনা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbpatna.gov.in, গুয়াহাটি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbguwahati.gov.in, আহমেদাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbahmedabad.gov.in, আজমীর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbajmer.gov.in, বেঙ্গালউরু রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbnc.gov.in, ভোপাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে www.rrbbhopal.gov.in, ভুবনেশ্বর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbbs.gov.in, বিলাসপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbilaspur.gov.in, চণ্ডীগড় রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbcdg.gov.in, চেন্নাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbchennai.gov.in, গোরক্ষপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbgkp.gov.in, জম্মু–শ্রীনগর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbjammu.nic.in, মুম্বই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbmumbai.gov.in, মজঃফরপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbmuzaffarpur.gov.in, সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbsecunderabad.gov.in, তিরুবনন্তপুরম রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbthiruvananthapuram.gov.in. প্রয়াগরাজ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbald.gov.in।

মোদী নিরুত্তর থাকলেও সরব

প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কৃষ্ণনগর এবং বারাসত দুটোই মূলত মতুয়া অধ্যুষিত এলাকা। কিন্তু এই দুটো সভাতেই নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করা ও আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা প্রসঙ্গে কোনও কথাই বলেননি নরেন্দ্র মোদী।

এ প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'মোদীজীর ডেভেলপমেন্ট দেখে সব ঘাবড়ে গিয়েছে। বিগত সত্তর বছরে যা হয়নি, মোদীজী বিগত দুই বছরে তা করে দেখিয়েছেন। আর আমার বিরুদ্ধে বিরোধীরা যে দুর্নাম রটাচ্ছে তাতে আমার টিআরপিই বাড়াচ্ছে ওরা। আধার কার্ডের একটা টেকনিক্যাল ফল্ট হয়েছিল। তার সমাধান আমরা করে দিয়েছি। আর সিএএ একটা বড় সমস্যা। সিএএ–র রুল ফ্রেম কমপ্লিট। আর সিএএটাও ভোটের আগেই লাগু হয়ে যাবে। ভোট ঘোষণার এক ঘন্টা আগে হলেও সিএএ চালু হবেই। এ নিয়ে কোনও সংশয় নেই।'

মতুয়া মহাসঙ্ঘের দুটি ব্যানার। একটি সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘ এবং অন্যটি অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ। দ্বিতীয়টির সঙ্ঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর। এ প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'তিনি (মমতাবালা) মতুয়াদের উন্নয়নে কোনও কাজই করেন না। তাকে এই পদটা শাসকদলের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে মতুয়াদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে রাখার জন্য। ওদের সাধ্য নেই বিজেপির ভোট ব্যাঙ্কে ধ্বস নামানো।' কার্যত শান্তনু ঠাকুরের বক্তব্যই গত বৃহস্পতিবার শোনা গেল দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মুখে। নরেন্দ্র মোদী বারাসতে সিএএ চুপ থাকলেও সেই ধোঁয়াশাই যেন কাটিয়ে দিলেন অমিত। দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, ভোটের আগেই দেশে চালু হবে সিএএ আইন। নাগরিকত্ব পাবেন প্রতিবেশি রাষ্ট্র থেকে আসা ধর্মীয় উদ্বাস্তুরা। ফলে মোদীর ভাষণের পরে মতুয়াদের মধ্যে যে সংশয় তৈরি হয়েছিল সেটাই কাটিয়ে দিলেন অমিত শা।

রাজনৈতিক মহলে এরপরেই সিএএ নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। একটা সূত্র বলছে আগামী ১৫ মার্চের মধ্যে ভোট ঘোষণা হতে পারে। ফলে হাতে রয়েছে আর মাত্র পাঁচ–ছ'টা দিন তার মধ্যে যদি সিএএ চালু হয় তাহলে এ রাজ্যে একপ্রস্থ গণ্ডোগোলের আশংকা থেকেই যাচ্ছে অবশ্য ইতিমধ্যে ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। অনেকের ধারণা সিএএ চালু হওয়ার আগে আরও বেশ কিছু কেন্দ্রীয় বাহিনী এ রাজ্যে চলে আসবে। আবার অন্য একটি বিশেষজ্ঞ মহলের মতে যেহেতু সিএএ আইন ইতিমধ্যেই পাশ হয়ে গেছে তাই ভোট ঘোষণার পরেও তা লাগু হতে কোনও অসুবিধা নেই। যখনই সিএএ কার্যকর হোক না কেন এ রাজ্যে তা নিয়ে শাসক বিরোধী দ্বৈরথ যে হবেই তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রশাসন কীভাবে তার মোকাবিলা করবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। এর মধ্যে আরও বেশ কয়েকবার প্রধানমন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসার কথা। অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেও নিশ্চয়ই এ রাজ্যে ভোট প্রচারে আসবেন। ফলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা যে আগামী দিনে রাজ্য সরকারের বড় চাপ হতে চলেছে তা নিয়ে সব মহলই একমত।

সিদ্ধেশ্বর মেলা

সঞ্জয় চক্রবর্তী, হাওড়া : মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে দেখা গেল পুজো পাঠ ও বাবা শিবের মাথায় জল ঢালতে ভক্তদের লম্বা লাইন। হাওড়া জগত্বল্লভপুর থানার অন্তর্গত সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দিরে। প্রতি বছরের মতো এবারও এখানে বহু ভক্ত সমাগম ঘটে। এখানে মেলার আয়োজন করা হয়। যা সিদ্ধেশ্বর শিবরাত্রি মেলা নামে পরিচিত। এই মেলায় মনোহারী দোকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন খাবারের স্টল, বিভিন্ন দোলনা ও ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। এই মেলা চলবে শিবরাত্রি দিন থেকে হোলির আগে পর্যন্ত।

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

প্রথম পাতার পর

ঘটনা প্রসঙ্গে আক্রান্ত হামিদুল গাজীর দাবী, ঘটনার কথা জানিয়ে প্রথমে বাসন্তী থানায় গেলে থানার তরফে আইসি জানিয়ে দেন মাথা ফাটিয়ে এলে তারপর কেস নেওয়া হবে। পরে আমরা এসডিপিও, এসপিকে ঘটনার কথা জানিয়েছি। এমনকি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দফতরেও ফোন করে ঘটনার কথা জানিয়েছি, কোন সুরাহা হয়নি। আক্রান্তদের অভিযোগ, এছাড়াও রাজা গাজীর তিনটে দেহরক্ষী রয়েছে। তাদের সঙ্গে নিয়ে সে এলাকার লোকদের ভয় দেখায়। আমাদের একটি দোকানে তালা মেরে রেখেছে। সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার সেখ শাহজাহান যা যা করেছে রাজা গাজী ও তাই করে বেড়াচ্ছে। সিআইডি তদন্ত হোক। যদি মিথ্যা বলি যা শাস্তি হবে মাথা পেতে নেবো।'

অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রাজা গাজী জানিয়েছেন,'এলাকার বাজারের লোকজন বিডিওর কাছে আবেদন করেছিলেন শৌচালয় তৈরীর জন্য।সেই মতো টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। শৌচালয় তৈরীর জন্য পিডব্লিউডি জায়গার উপর কাজ করতে গিয়েছিলেন লোকজন।সেখানে জোর করে বাধার সৃষ্টি করে সিপিএম আশ্রিত হামিদুল গাজী,হাবিবুল রহমান গাজীরা।বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে ঝামেলা হয়ে থাকলে হতে পারে। এর বেশি কিছু জানা নেই।তাছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস কে কালিমালিপ্ত করার জন্য বদনাম করে বেড়াচ্ছে সিপিএম আশ্রিত হার্মাদরা।'

জলাভূমিতে বাড়ি করে

প্রথম পাতার পর

যেসব জলাভূমি এলাকায় এমন বাড়িঘর হয়ে গিয়েছে সেখানে নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে গেলে ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েট ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটির কাছে অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু তারা সেই ছাড়পত্র দেবে না বলেই জানা গিয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে জলাভূমিগুলি বিক্রি হয়ে যখন দিনের পর দিন ভরাট হয়ে বাড়ি উঠেছে তকন পঞ্চায়েত, বিএলআরও, স্থানীয় নেতারা কি ঘুমোচ্ছিলেন। এলাকার পুরানো বাসিন্দাদের অভিযোগ, এইসব জলাভূমি নিয়ে প্রচুর টাকার খেলা হয়েছে, তদন্ত করলে আসল খেলা ধরা পড়বে।

জেল ভ্রমণে যাবেন বিচারপতি

প্রথম পাতার পর

সেখানে এই মামলার আদালত বান্ধব এবং অন্যান্য আইনজীবীরা ছাড়াও রাজ্য আইনী সহায়তা কেন্দ্রের একজন সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব দেন। তাঁদের সবার সঙ্গে বৈঠকও করেন। রাজ্যের জেল অর্থাৎ সংশোধনাগারগুলির এই রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উন্নতি কিভাবে করা যেতে পারে, তার একটি সমাধান সূত্র খুঁজে বের করার প্রস্তাবও দেন বিচারপতি বাগচি। এরপরই তিনি ওই কোর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই জেল ভ্রমণে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মামলাটি শুনানীর জন্য আবার ৫ এপ্রিল শুক্রবার উঠবে। বিচারপতি বাগচি তার আগেই জেল ভ্রমণে যান কিনা সেটাই এখন দেখার।

ফয়জাবাদ সমাধিস্থলে

প্রথম পাতার পর

যদিও নেতাজি গবেষক ডক্টর জয়ন্ত চৌধুরী এই প্রসঙ্গে বলেন, 'অযোধ্যার ফয়জাবাদের গুমনামী বাবাই প্রকৃতপক্ষে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন। তবে আমরা গবেষণা করে দেখেছি, গোপ্রতার ঘাটে যেখানে সমাধি আছে, সেখানে আদৌ সুভাষচন্দ্র বোসের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়নি বলেই জানা যায়। কারণ ১৬ সেপ্টেম্বর গুমনামী বাবার মৃত্যু হলেও, ১৮ সেপ্টেম্বর জনৈক কারো একজনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর দেহটি পুরো ব্যান্ডেজ করা ছিল। গুমনামি বাবার কোন ডেথ সার্টিফিকেটও পাওয়া যায়নি বা কেউ স্বচক্ষেও দেখেনি তার মৃতদেহ। তবে জানা যায় ১৮ সেপ্টেম্বরের আগে গুমনামি বাবা রাম ভবন ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। যাবার আগে তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন আমি না ডাকলে এখানে আর এসো না। গুমনামী বাবাই হোক বা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসই হোক তার ব্যবহৃত জিনিসগুলি রামকথা সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত আছে। তা জনসমক্ষে এখনো খুলে দেওয়া হয়নি। আমি কেন্দ্র সরকারকে চিঠি দিয়েছি যাতে সেগুলো জনসমক্ষে খুলে দেওয়া হয়।' তবে আপামর বাঙালি চাইছে নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য প্রকাশ্যে আসুক। আদৌ নেতাজির তাইহোকু বিমানবন্দরে মৃত্যু হয়েছিল, নাকি তিনি আরও দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন কিংবা এখনো বেঁচে আছেন, এই ধোঁয়াশার সমাধান হোক দ্রুত।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে

প্রথম পাতার পর

আর সেই যজ্ঞের কালো ধোঁয়ায় ভারতের অর্থনীতির দৃষ্টি এতই আবছা যে সাধারণ মানুষের প্রতি তার তাকানোর ক্ষমতাটুকুও নেই। নামে উন্নয়নের অর্থনীতি, কাজে এই উন্নয়ন মোছাতে পারে না দারিদ্র, বদলাতে পারে না বঞ্চিতদের জীবন। কিন্তু সে যত কঠিনই হোক নিজেদের স্বার্থেই ভারতের জনগণকে আর দেরি না করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতেই হবে। নাহলে কোনো দিনই তাদের ভালো থাকার স্বপ্ন পূরণ হবে না।

তবে অনেক হতাশার মধ্যে একটাই আশার আলো যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার অন্ততঃ প্রত্যক্ষ ভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান গ্রহণ করেছে। সরকারের প্রধান একদিকে যেমন ভারতের অর্থনীতিকে বিশ্বে তৃতীয় স্থানে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তেমনি দুর্নীতি দমনে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। নিয়মিত দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে আইনি অভিযান চলছে। উদ্ধার হচ্ছে কালো টাকা, কালো সম্পত্তি। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে একটা ভয় তৈরি হচ্ছে দুর্নীতিবাজদের। এমন সুযোগ কিন্তু বারবার আসে না। ভারতের প্রশাসন দুর্নীতি দমনে বদ্ধপরিকর হয়ে লড়ছে, এই আবহ ভারতবাসীর কাছে এক বিরল পাওনা। সরকারের এই অবস্থানের সুযোগ হাতছাড়া করলে পরে হাত কামড়াতে হবে। তাই আর এক মুহূর্ত দেরি না করে দুর্নীতি রোখবার মন তৈরি করে ফেলতে হবে। দিকে দিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ আওয়াজ তুলতেই হবে যতক্ষন না দুর্নীতি বন্ধ হয়।

জেলা পরিষদের ডায়েরি

প্রথম পাতার পর

তার ফোন নম্বরও এখানে দেওয়া আছে। আবার শেষে ৩১ নম্বর ক্রমিক সংখ্যায় ১৫৮ নম্বর বিধানসভা বলে কুলতলি বিধানসভার নাম ফের ছাপা হয়েছে। এমনকী গণেশচন্দ্র মণ্ডলের নামও ছাপা হয়েছে আবার।

এভাবে ১৪৭ নম্বর বিধানসভার পর ১৪৮ ভাঙড়কে বাদ দিয়ে ছাপা হল ১৪৯ নম্বর কসবা বিধানসভা এবং জাভেদ আহমেদ খান বিধায়কের নাম উল্লেখ আছে। গায়েব হয়ে গেল ১৪৮ নম্বর ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের নাম বিধায়কের নাম ফোন নম্বর সবই। প্রসঙ্গত ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কের নাম নওশাদ সিদ্দিকী যিনি আইএসএফ থেকে একমাত্র বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, এটা কি ইচ্ছাকৃত ভুল নাকি কৌশল করে নওশাদের নাম বাদ দেওয়াটাই আসল উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমাকে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। ভাঙ্গড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমি এখনো ডায়েরিটি দেখিনি তবে দেখার পর আমি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আমার মতামত জানাবো।

শরীর নিয়ে নানা কথা

ইয়ারফোন ব্যবহারে বাসা বাধে রোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব শ্রবণ দিবস উপলক্ষে, এমসিসিআই, সিকে বিড়লা হসপিটালস সিএমআরআই–এর সহযোগিতায়বিশিষ্ট ইএনটি সার্জন এবং কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ ডাক্তার দুলাল বোসকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ কাজের জন্য সম্মানিত করে। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কক্লিয়ার ইমপ্লান্টে অস্ট্রেলিয়ায় প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে ডাঃ বসু বলেন, যে শব্দ আমাদের শ্রবণশক্তি নষ্ট করছে, তা বন্ধ করা একটা লড়াই। শ্রবণ শক্তি নষ্ট হলে চিকিৎসা অবশ্যই সেই শক্তি ফিরিয়ে দেবে। কনসালটেন্ট অটোলজিস্ট, ইএনটি এবং কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জন, সি কে বিড়লা হাসপাতালের ডাঃ এন ভি কে মোহন বলেন, শব্দ দূষণ মানসিক চাপের কারণ এবং এটি প্রতিটি অঙ্গের ক্ষতি করে। গাড়ির হর্ন প্রায় ৭৫–৮০ ডেসিবেল যা শ্রবণশক্তির ক্ষতি করে। তিনি আরও বলেন, অন্ধত্বের চেয়ে বধিরতা বেশি হলেও রোগীরা কান বিশেষজ্ঞের কাছে দেরিতে আসেন। তিনি উল্লেখ করেন, রোগীরা যদি সময়মতো চিকিৎসা করাতে আসেন, তবে শ্রবণশক্তি ১০০ শতাংশ পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে যা অন্য ইন্দ্রিয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। অতিরিক্ত কানে হেড ফোন ব্যবহার করতে কান খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। দিনে ৬০ মিনিটের বেশি ইয়ার ফোন ব্যবহার করা উচিত নয়। এছাড়াও সঠিকভাবে ইয়ার ফোন ব্যবহার করতে হয়। কান খারাপ হলে সকলের মধ্যেই ভুলে যাওয়ার রোগ এসে বাসা বাঁধে। কান খারাপ হলে এতোগুলি সমস্যা দেখা দেয়। তিনি সকলের কাছে ইয়ারফোন অতিরিক্ত ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। সি কে বিড়লা হাসপাতাল সিএমআরআই কনসালটেন্ট রাইনোলজিস্ট, ইএনটি

এবং এন্ডোস্কোপি স্কাল–ভিত্তিক সার্জন ডাঃ অর্জুন দাশগুপ্ত বলেন, এখন শ্রবণ ক্ষমতা ছাড়া শিশুর জন্ম হলে ডাক্তার অনেক কিছু করতে পারেন। প্রতিটি শিশুর জন্য একটি শ্রবণ পরীক্ষা এখন জন্মের সময় উপলব্ধ। সি কে বিড়লা হসপিটালস সিএমআরআই কনসালটেন্ট ল্যারিনগোলজিস্ট, ইএনটি হেড অ্যান্ড নেক সার্জন ডাঃ চিরজিৎ দত্ত বলেন যে বধিরতার চিকিৎসা করা কতটা সহজ সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার। তিনি শ্রোতাদের বোঝার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যে শ্রবণশক্তি হ্রাস একটি সমস্যা।

ডাঃ দত্ত জানান যে এআই (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স) দ্বারা সম্পূর্ণ ডিজিটাল হিয়ারিং আধুনিক সময়ে একটি উজ্জ্বল সমাধান। সিকে বিড়লা হাসপাতাল, সিএমআরআই–এর সিইও এবং ইউনিট হেড সোমব্রত রায় বলেন, তাদের হাসপাতালে খুবই স্বল্প খরচে শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে আনা যায়। তিনি আরও বলেন মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন শিবিরেরও আয়োজন করা হচ্ছে। বণিক সভার পক্ষ থেকে স্বাগত ভাষণ দেন, এমসিসিআই–এর স্বাস্থ্য বিভাগের চেয়ারম্যানরাজেন্দ্র খান্ডেলওয়াল এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুরেশ আগরওয়াল।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৯ মার্চ – ১৫ মার্চ ২০২৪

মেষ রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। বেকারদের চাকরির সুযোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা হলেও তা কাটিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে কর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় খাওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি। প্রেশার, নার্ভ সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা।

প্রতিকার : হনুমানজির আরাধনা করুন।

বৃষ রাশি : সাংসারিক কষ্ট বৃদ্ধি পেলেও কারো কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। চাকরি পেতে বিলম্ব। চাকরিতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ। কিন্তু অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কেশরের তিলক লাগান।

মিথুন রাশি : সঞ্চিত ধন ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। পুষ্টি বিনিয়োগ করতে পারেন। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। অবিবাহিতরা বিবাহের যোগাযোগ করতে পারেন। সাবধানে চলাফেরা করুন। শ্লেষ্মা জাতীয় রোগের বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশকে দুর্বা ঘাস দিয়ে পুজো করুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। স্বজনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধী মনোভাব। ব্যবসায় বিনিয়াগে ঝুঁকি রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে বিতর্ক। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা বৃদ্ধি। বিবাহে বাধা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। শ্লেষ্মাতে কষ্ট পাবেন।

প্রতিকার : আগের দিন রাতে চাঁদির গ্লাসের জল ভরে রাখুন, পরের দিন পান করুন।

সিংহ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সহকর্মীর বিরুদ্ধাচারণ। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। সন্তান থেকে কোনো খুশির খবর পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মস্থলে বিপরীত সম্ভাবনা। জরায়ুর সমস্যা, ডায়াবিটিস, পায়ের ব্যথা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বিকলাঙ্গদের সেবা ও ভোজন করান।

কন্যা রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে। স্বজনেরপ্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চনা। ব্যবসার প্রসার জয় শুভ ফল লাভ। পেশাদারিতেও শুভ ফল লাভ। দুর্ঘটনার থেকে সাবধান। আয়ভাবে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মাছেদের দানা খাওয়ান।

তুলা রাশি : কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা বোধ। প্রিয়জনের প্রতি বিরোধী মন্তব্য না করাই ভালো ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। শরীর–স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকার সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। সতর্কতার সঙ্গে পথে চলা প্রয়োজন। ব্যবসায় মন্দা।

প্রতিকার : শুক্রের বীজমন্ত্র পড়ুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সবস্যা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা লাগা জনিত রোগের সম্ভাবনা। সরকারি চাকরিজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। আয়ভাব আগের তুলনায় শুভ ফলদাতা। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : একটি লাল রঙের রুমাল রাখুন।

ধনু রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তার মাশুল দিতে হতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায় সুফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্জিত আয় পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার কলাগাছে জল চড়ান এবং হলুদ ডাল দান করুন।

মকর রাশি : ভাই বোনের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত লাভের সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার বা শনিবার বজরঙ্গবলীর পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কোনো দ্রব্য চুরি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য হানি বা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ না করাই যুক্তি যুক্ত হবে। বিপরীত লিঙ্গের থেকে কোনও অর্থ বা সম্পত্তি পেতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : রাস্তার কুকুরদের খাওয়ান।

মীন রাশি : ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের বা আত্মীয় পরিজনের সাথে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। চোখ নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কর্মচারীদের শ্রদ্ধানুসারে দান করুন।

শব্দবার্তা ২৮৬

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অনিষ্ট, ক্ষতি ৪। জলচর মাংসাশী জন্তু বিশেষ ৫। পিতা ৭।খুব ধারালো ৯। প্রত্যাবর্তিত ১০। সুযোগ, মওকা।

উপর–নীচ

১। সাবভৌম রাজা ২। হাস্যপরিহাস, রঙ্গরস ৩। পুরীতে যাতে একজন নিয়মিত ভোগ পেতে পারে সেজন্য টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করা ৬। তত্ত্বাবধান করা ৭। অত্যন্ত ছোট ৮। যুদ্ধজাহাজ।

সমাধান : ২৮৫

পাশাপাশি : ১। অবাধ ৪। বিমনা ৫। দরদালান ৬। সহকার ৭। মালকোশ ৯। জলহাওয়া ১১। পাথার ১২। রমেন।

উপর–নীচ : ১। অনাদর ২। ধনদা ৩। খাসনবিশ ৪। বিগ্রহ ৬। সরজমিন ৭। মায়াপাশ ৮। কোঙার ১০। হাঘর।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

পূজালী মাতৃসদনে আউটডোর ব্যতিত বন্ধ অন্যান্য পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত পুজালী পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত পুজালী মাতৃসদন ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আউটডোর ছাড়া সব পরিষেবাই দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। পুজালী পৌরসভার উল্টোদিকে এক নম্বর ওয়ার্ডে বিশাল এই পুজালি মাতৃ সদনের ভবনটি অবস্থিত। ২০০৬ সালে বাম আমলে তখন পূজালী পৌরসভার উদ্যোগে মাতৃসদনটি উদ্বোধন হয়। পৌরসভার পৌর প্রধান ছিলেন ফজলুল হক। উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন বিধায়ক সোমেন মিত্র। তারপর ওই মাতৃসদন ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে প্রসূতি বিভাগ খুব ভালোভাবে চলত। অন্যান্য চিকিৎসা পরিষেবাও পেতো এলাকার মানুষজন। তৃণমূল সরকারের আমলে ২০১৮ সাল থেকে এই মাতৃ সদনটি প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। তারপর বেশ কিছুদিন পর সপ্তাহের কয়েকটি দিন আউটডোরে আসেন কয়েকজন হাতেগোনা ডাক্তার। ৫০ টাকার টিকিটের বিনিময়ে তারা রোগী দেখেন। এলাকার মানুষদের দাবি পুনরায় এই মাতৃসদন ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পূর্বের ন্যায় পরিষেবার ব্যবস্থা করা হোক পূর্ণাঙ্গ রূপে। এ ব্যাপারে পূজালী পৌরসভার প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারম্যান তাপস বিশ্বাস বলেন, এই মাতৃসদনটি চালাতে গেলে অনেক অর্থের প্রয়োজন, এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করছি এটাকে কিভাবে পি পি মডেলে চালানো যায়। ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ সরদার বলেন, খেলা মেলার ব্যাপারে সরকারের টাকা থাকে আর স্বাস্থ্য পরিষেবার মত বিষয়ে টাকা থাকেনা। পূজালী পৌরসভার উচিত আবার মাতৃসদন ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারটিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা তাহলে এলাকার মানুষজন উপকৃত হবেন।

ক্রাইম ডেস্ক

বিষ প্রয়োগে মরে ভেসে উঠল লুপ্ত প্রজাতির মাছ, শাস্তির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : রাতের অন্ধকারে একটি খালে বিষ দেওয়ার অভিযোগ উঠলো দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে বাসন্তী থানার অন্তর্গত জয়গোপালপুর গ্রামে।

জানা গিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে"র অফিস সংলগ্ন 'অভয়' নামে একটি খাল রয়েছে। রাতের অন্ধকারে সেই খালে দুষ্কৃতীরা বিষ দিয়ে মাছ মেরে দিয়েছে বলে অভিযোগ। এক একরের খালটি লম্বায় ৪০০ এবং চওড়ায় ১১০ ফুট। মূলত এই খালে দেশজ ছোটমাছ সহ রুই-কাতলা-মৃগেল ও মোচা চিংড়ি সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও চাষ হয়।সোমবার ভোরে দেখা যায় এই 'অভয়' জলাশয়ের সমস্ত মাছ মরে ভেসে উঠেছে। বিশেষ করে দেশজ ছোট মাছযেমন, পুঁটি, মৌরলা, চাঁদা, শোল, খলসে, বেলে, ছোট চিংড়ি, শিঙ্গি, মাগুর, তোড়া, কই, বান, ভেটকি, আরো অন্য সাদা মাছও মরে যাওয়ায় ক্ষতি অপূরণীয়।তাছাড়াও এই সমস্ত মাছ গুলো প্রায় লুপ্ত প্রজাতির।স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গত ২০ বছর ধরে সুন্দরবন এলাকার ছোট দেশজ বিল-মাছ সংরক্ষণে এলাকায় মিটিং মিছিল করে আসছে। এছাড়াও জনসাধারণকে নিয়ে সচেতনতার মাধ্যমে ছোট মাছ সংরক্ষণের এক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এখানে আন্তর্জাতিক মৎস্য সম্মেলনও হয়েছে। এই কাজের জন্য জাতীয় স্তরে "ইন্দিরা গান্ধী পর্যাবরণ পুরস্কার-২০১১" এবং রাজ্য স্তরেও "রাজ্য জীব বৈচিত্র পর্ষদ" থেকেও পুরস্কৃত হয়েছে এই সংস্থা। বাসন্তী ব্লক জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির চেয়ারম্যান প্রভুদান হালদার জানিয়েছেন, 'সংগঠনের কত টাকা ক্ষতি হল এটা তেমন বিষয় নয়। বিষয়টি হল দুষ্কৃতি দেশদ্রোহীদের চূড়ান্ত হিংসায় লুপ্তপ্রায় সংরক্ষিত দেশজ মাছ মরে ভেসে উঠল। আমার আবেদন, এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাদের সর্বশক্তি দিয়ে এই দেশদ্রোহী দুষ্কৃতিদের সনাক্তকরণের চেষ্টা করুন। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের নিকট আবেদন, পুকুরে বিষ দেওয়াকে "জাতীয় অপরাধ" হিসাবে গণ্য করে দুষ্কৃতিদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে শাস্তি দেওয়া হোক।'

পরিযায়ীর মৃত্যু : কাঠগড়ায় ঠিকাদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা : গুজরাটে কাজ করতে গিয়ে ঠিকাদারের হাতে মৃত্যু হল নামখানার এক যুবকের। গুজরাটের সুরাট থেকে নামখানার পাতিবুনিয়ায় নিজের বাড়িতে সান্টু পাত্রের মরদেহ পৌঁছতেই উত্তাল হয়ে উঠল এলাকা। ঠিকাদার শেখ সালেহানের বাড়ির সামনে মরদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। এমনকি ঠিকাদার শেখ সালেহানের বাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যায় নামখানা ও ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দুই মাস আগে ঠিকাদার শেখ সালেহানের সঙ্গে যোগাযোগ করে গুজরাটের সুরাটে কাজে গিয়েছিলেন পাতিবুনিয়ার বাসিন্দা সান্টু পাত্র (২৫)। সান্টু ওখানে টাওয়ারের কাজ করতেন। গত রবিবার সুরাটের একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ বিষয়ে সান্টুর স্ত্রী প্রিয়াংকা পাত্রে অভিযোগ, তার স্বামীর মাথায় লোহার রড দিয়ে মেরে ঠিকাদার শেখ সালেহান খুন করেছে।

অন্যদিকে, গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শ্রমিক ঠিকাদার শেখ সালেহানের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কোনভাবেই সান্টুর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। এমনকী কোন সহযোগিতাও করেননি।বুধবার সকালে পাতিবুনিয়ায় সন্টুর গ্রামের বাড়িতে সান্টুর মৃতদেহ পৌঁছতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নামখানা থানার বিশাল পুলিস বাহিনী। কিন্তু পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখান। এমনকি গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুলিস বচসায় জড়িয়ে পড়ে। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ বাহিনী বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরে নামখানা ও ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার যৌথ বিশাল পুলিস বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে।

সান্টুর পরিবারের দাবি, এই ঘটনার তদন্ত করতে হবে। মৃত্যুর আসল কারণ সামনে এনে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুরাটের হাসপাতালে সান্টুর ময়নাতদন্ত হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই তাঁর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

ভোটের আগে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের সংযোগ হবে তো

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাতগাছিয়া: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ-২ নম্বর ব্লকের ডি-রাইপুর অঞ্চলে আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের দ্বিতীয় ইউনিট থেকে ভোটের আগেই বজবজ-২, বিষ্ণুপুর-২, বিষ্ণুপুর-১ সহ বজবজ-১ ব্লকে বাড়ি বাড়ি আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের সংযোগ হয়ে যাবে এমনই দাবি করেছিলেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। তারই তৎপরতায় এবং উদ্যোগে ৫৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে এই কাজের জন্য। জলের পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে সর্বত্র। কিন্তু কাজের গতি নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। খুবই ধীর গতিতে এগোচ্ছে কাজ। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি তার বিভিন্ন সভায় বলেন, আমি কোন কথা দিলে কথা রাখি, এটাই ডায়মন্ড হারবার মডেল। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে এখন প্রশ্ন কদিন পরেই তো ভোট ঘোষণা হতে চলেছে, তাহলে ভোটের আগেই বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ সম্ভব হবে কি? এ প্রশ্নে সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেন, হ্যাঁ স্বীকার করছি কাজের গতি খুবই কম। যে এজেন্সি কাজ করছে তাদের লোকজন কম আছে। আমি সল্টলেকে ওদের দপ্তরে গিয়ে কথাও বলেছি যাতে দ্রুত কাজ সম্পন্ন হয়। আশা করা যায় সর্বত্র পানীয় জলের সংযোগ না হলেও যেখানে যেখানে বাড়িতে পাইপলাইন গেছে সেখানে জলের সংযোগ হয়ে যাবে। যেহেতু এটা অন গোয়িং কাজ তাই খুব একটা সমস্যা হবে না। বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি জানালেন, আমরা প্রতিদিনই এই বিষয়টি নিয়ে সভা আলোচনা করছি যাতে দ্রুত মানুষের ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যায়। বৃহৎ কাজ বৃহৎ উদ্যোগ তাই একটু হয়তো দেরি হচ্ছে কিন্তু মাননীয় সাংসদ যে কথা দিয়েছেন সেই কথা তিনি রাখবেন।

ফুলবাড়িতে পাকা রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি: গত ৬ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকায় ২ নং ফুলবাড়ির লকডাউন মোড়ে পাকা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের সূচনা করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ও তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের সদস্য দেবাশীষ প্রামানিক। এই কাজের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সহ রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন এলাকাবাসীরা।

ক্ষতিপূরণের দাবিতে সরব আলুচাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান: ক্ষতিপূরণ সহ কৃষি বিমার বকেয়া অর্থের দাবিতে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার আলুচাষিরা।কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে জেলার আলুচাষিরা ৭ মার্চ বৃহস্পতিবার সদর শহর বর্ধমানের কার্জন গেট চত্বরে প্রথমে জমায়েত করেন।সেখানে তাঁরা প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর মিছিল সহকারে জেলাশাসকের দপ্তরে যান।এদিন জেলাশাসকের উদ্দেশে লেখা আলুচাষিদের দাবিপত্রটি গ্রহণ করেন এডিএম (উন্নয়ন ও কৃষি) প্রসেনজিৎ দাস।তিনি চাষিদের দাবিগুলি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখার যথাবিহিত আশ্বাস দিয়েছেন।

একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কারণে ব্যাপক ক্ষতির মধ্যে পড়তে হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ অংশের হাজার হাজার আলুচাষিকে।এই জেলার মূলত কালনা-১ ও ২, মেমারী-১ ও ২ এবং জামালপুর ব্লকেই ব্যাপকভাবে আলু চাষ হয়।তাছাড়াও পূর্বস্থলী, নাদনঘাট, মন্তেশ্বর, কাটোয়া, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম, মেমারি, জামালপুর, ভাতার, গুসকরা প্রভৃতি থানা এলাকাতেও অসংখ্য কৃষক নানান জাতের আলু চাষ করে থাকেন।সবমিলিয়ে কমবেশি পঞ্চাশ হাজার চাষি আলুচাষের সঙ্গে যুক্ত।এরই পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন অংশে অল্পবিস্তর পিঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা প্রভৃতি চাষও হয়।চাষিদের সুবিধার্থে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য কোল্ড স্টোরেজও রয়েছে।সেখান থেকে সারাটা বছর বিভিন্ন প্রান্তে আলুর জোগান দেওয়া হয়।কিন্তু, এবার মরশুমের প্রথম থেকেই দফায় দফায় বৃষ্টিপাতের কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেলার আলুচাষ।কোথাও একাধিকবার বীজ পুঁততে হয়েছে তো; কোথাও বৃষ্টির তোড়ে আলুর জমির ভিলি বারংবার ভেঙে গিয়ে চাষের দফারফা হয়েছে।এরই পাশাপাশি ধসা রোগের আক্রমণও আলুচাষিদের মাথাব্যথা বাড়িয়ে দেয়।মোটের ওপর এই জেলার সিংহভাগ আলুচাষিরই মাথায় হাত।তাঁদের একাংশের আর্থিক পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে কীভাবে কৃষিঋণের টাকা পরিশোধ করবেন সেটা ভেবেই অস্থির। পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনিরুদ্ধ কুণ্ডু বলেন, এবারে দফায় দফায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আমাদের জেলার বিস্তীর্ণ অংশে আলুচাষের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে।এর ফলে কয়েক হাজার চাষি আর্থিকভাবে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন।এদিন আলুচাষিদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।একইসঙ্গে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের অনেকে চাষিরই বকেয়া কৃষিবিমার টাকা পরিশোধেরও দাবি জানানো হয়েছে।

অভিষেক গড়ে আইএসএফের হুংকার

অভিষেককে প্রাক্তন করে ছাড়বো : নওশাদ সিদ্দিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর : বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির প্রতিবাদে গত ৩ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর বিধানসভার জলিলপুরে আইএসএফ এক জনসভার আয়োজন করেছিল। প্রসঙ্গত এই বিষ্ণুপুর বিধানসভাটি ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির খাস তালুক বলে পরিচিত। নওশাদ সিদ্দিকী তার বক্তব্যে বলেন, শাসকের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে এই জনসভা হচ্ছে। তা সত্বেও মানুষের উপস্থিতি দেখে আমি অভিভূত। উপস্থিত কর্মী সমর্থকরা অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছিলেন। ভাইজানকে দেখে তারা উল্লাসে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, এই তৃণমূল সরকার তৈরি করেছে শাজাহান, শিবু উত্তমদের। এই অপশাসন চলতে পারেনা তাই সন্দেশখালির মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে। আমিও সন্দেশখালি যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু ৬২ কিলোমিটার আগেই আটকে দেওয়া হয়। ১০০ দিনের টাকা দেওয়ার নামে রাজ্য সরকার আরো একটা ভাঁওতা দিচ্ছে মানুষকে। কেন্দ্র যদি টাকা না দেয় তাহলে আইনের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে যাচ্ছে না কেন রাজ্য সরকার। আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় এই ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়া হচ্ছে। সাড়ে ১৪ লক্ষ ফেক জব কার্ড বা ভুয়ো জব কার্ড আছে। পুকুর কাটার ক্ষেত্রে জেসিপি ব্যবহার করে শ্রমিকের টাকা তোলা হচ্ছে। তিনি অভিষেক ব্যানার্জির উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা তো ওনাকে এমপি করে দিল্লিতে পাঠিয়েছেন। ১০০ দিন সংসদ চললে উনি সেখানে ১৪ দিন হাজির থেকেছেন। যেখানে গড় হাজিরার পরিসংখ্যান ৭৯ দিন। আপনাদের কথা সংসদে কিভাবে তুলে ধরবেন উনিতো সংসদেই যান না। আবার কি ওনাকে সংসদে পাঠাবেন। উপস্থিত কর্মী সমর্থকরা চিৎকার করে বলে ওঠে না না। নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, এবারে লোকসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাক্তন করে ছাড়বো। যদিও সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি জানান আমার ইচ্ছা আছে এই কেন্দ্রে দাঁড়াবার কিন্তু দল যদি অনুমোদন দেয়।

উচ্ছেদের প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : রেল হকারদের উচ্ছেদ বন্ধ ও পুনর্বাসনের দাবিতে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেসের হকার ইউনিয়নের সদস্যরা। শতাধিক হকার এই মিছিলে অংশ নেন। দুটি প্ল্যাটফর্মে মিছিলের পর স্টেশন মাস্টারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। ইউনিয়নের সদস্যরা বলেন, আমরা বহু বছর ধরে জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে হকারি করে, ছোট খাটো দোকান দিয়ে সংসার চালাই। সম্প্রতি আমরা জানতে পারি আমাদের উচ্ছেদ করা হবে। আমাদের দাবি, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেই তবে উচ্ছেদ করতে হবে। না হলে আমাদের এই আন্দোলন আরও বৃহওর আকার নেবে। এ ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর স্টেশন মাস্টারের তরফে কিছু মন্তব্য করা হয় নি।

আক্রান্তদের পাশে অগ্নিমিত্রা

অরিজিৎ মন্ডল, মন্দিরবাজার: গত বুধবার তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মন্দির বাজারের খেলারামপুর এলাকা। চলে বোমাবাজি, গুলি। গুলিবিদ্ধ হন এক যুবক। সেই ঘটনায় আক্রান্তদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন তিনি। আগামী দিনে প্রশাসন পদক্ষেপ না নিলে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনের ডাক দেন তিনি। পাশাপাশি মন্দিরবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেন অগ্নিমিত্রা।

১৫ আসনে লড়বে জেজেডি

অরিজিৎ মন্ডল, মন্দিরবাজার: আগামী লোকসভা নির্বাচনে ১৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে চলেছে জয়প্রকাশ জনতা দল। তারই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক অশোক দাস। হুগলি জেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে চলেছেন গোপাল পান্ডে। এদিন প্রার্থী বাছাই করতে ১১জনের এক কমিটি গঠন করা হয়। এদিনের সভায় ছিলেন রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক অশোক দাস, রাজ্য কমিটির সভাপতি কৃষ্ণ প্রসাদ সেন, বিপিনেস পান্ডে, শ্যামল মুখার্জি, দিবাকর দত্ত, সহ অন্যান্যরা।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বেহালার '৪৫' এক্সচেঞ্জ আজও চালু হল না

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বেহালার ডাঃ হাঃ রোডে '৪৫', এক্সচেঞ্জ ভবনটি আজ ২ বছর যাবত অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। অথচ, স্বয়ং সম্পূর্ণ ঐ ৪৫ এক্সচেঞ্জটি ১৯৭২ সালেই নাকি চালু হবার কথা ছিল। —বেহালা, নিউ আলিপুর, আলিপুর সদর সহ খিদিরপুর প্রভৃতি বিরাট এলাকা '৪৫' এক্সচেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। জানা গিয়েছে, গ্রাহকদের নানা অসুবিধার কথা চিন্তা করে টেলিফোন কর্ত্তৃপক্ষ বেহালার আধুনিক স্বয়ং সম্পূর্ণ তিনতলা বিশিষ্ট ভবনটি তৈরী করেন।

এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলের জনৈক মুখপাত্র এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, একমাত্র বেহালা অঞ্চলের চাপ এত বেশী যে অবিলম্বে এটি চালু না হলে গ্রাহকদের অসুবিধা কতখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বেহালার এক্সচেঞ্জ ভবনটিতে এখনও নানা রকম কাজকর্ম চলছে। কিন্তু ভিতরে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি কিছুই বসেনি। আশ্চর্য্যের বিষয়, ভবনটির খোলা জমিতে লক্ষ লক্ষ টাকার আণ্ডার গ্রাউন্ড 'কেবল' যত্রতত্র পড়ে রয়েছে। ঐগুলি পাহারা দেবার জন্য একজন মাত্র পাহারাদার নিযুক্ত আছে। ফলে ওখান থেকে প্রচুর টাকার জিনিষপত্র চুরি হয়ে গেছে বলে প্রকাশ। এক্সচেঞ্জ ভবনের রক্ষণাবেক্ষনের জন্য এজিএম, ইএস পি কে বহুবার লিখিতভাবে জানানো সত্ত্বেও কোনও ফল হয়নি— এ অভিযোগ করেছেন টেলিফোনস্-এর জনৈক ব্যক্তি। সংবাদে আরও প্রকাশ, নব নির্মিত টেলিফোন ভবনের সামনের জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে স্থানীয় দোকানদারদের আইনের মার-প্যাঁচ চলছে। এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ঐ এক্সচেঞ্জ চালু হবার সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণতর হ'চ্ছে এ ব্যাপারে সরকারী গাফিলতিই মুখ্যতঃ দায়ী বলে প্রকাশ। '৪৫' এক্সচেঞ্জ চালু করার ব্যাপারে ক্যালকাটা টেলিফোনস-এর জেনারেল ম্যানেজার কতটা তৎপর, বেহালার অসংখ্য গ্রাহক তা জানার জন্য বিশেষ আগ্রহী।

৮ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, ৯ই মার্চ, ১৯৭৪, ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৮০, শনিবার।

দুর্ঘটনা

খিচুড়ির কড়ায় পড়ে দগ্ধ শিশু

রবিন দাস, নামখানা : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৌসুনি পয়লার ঘেরি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গরম ডাল খিচুড়ির মধ্যে পড়ে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ এক শিশু। শেখ আরিফ নামে ওই শিশুটি আইসিডিএস সেন্টারে গিয়েছিল সকালবেলা। আর সেই আইসিডিএস সেন্টারেই রান্না হচ্ছিল গরম ডাল খিচুড়ি। হঠাৎ করেই বেখেয়ালবশত শিশুটি সেই গরম ডাল খিচুড়ির মধ্যে পড়ে যায়। গোটা শরীর পুড়ে হয়ে যায় ওই শিশুটির। স্কুলের শিক্ষক ও স্থানীয় বাসিন্দারা ওই শিশুটিকে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। তার শরীরের বেশিরভাগ অংশই গুরুতরভাবে আগুনে ঝলসে গেছে। এই বিষয়ে ওই অগ্নিদগ্ধ শিশুর মা আসমিনা বিবি বলেন, শুক্রবার প্রতিদিনের মতো আরিফ স্কুলে যায় হঠাৎই বাগডাঙ্গার ওই আইসিডিএস সেন্টার থেকে বাড়িতে খবর আসে আরিফ গরম খিচুড়ির কড়ায় পড়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত আরিফ কাকদ্বীপ মহাকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

উচ্ছেদের প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : রেল হকারদের উচ্ছেদ বন্ধ ও পুনর্বাসনের দাবিতে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করে তৃনমূল কংগ্রেসের হকার ইউনিয়নের সদস্যরা। শতাধিক হকার এই মিছিলে অংশ নেন। দুটি প্ল্যাটফর্মে মিছিলের পর স্টেশন মাস্টারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। ইউনিয়নের সদস্যরা বলেন, আমরা বহু বছর ধরে জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে হকারি করে, ছোট খাটো দোকান দিয়ে সংসার চালাই। সম্প্রতি আমরা জানতে পারি আমাদের উচ্ছেদ করা হবে। আমাদের দাবি, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেই তবে উচ্ছেদ করতে হবে। না হলে আমাদের এই আন্দোলন আরও বৃহওর আকার নেবে।

এ ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর স্টেশন মাস্টারের তরফে কিছু মন্তব্য করা হয় নি।

নারী দিবসে কুর্নিশ : বাপরে কী ডানপিটে নিশা

দেবাশিস রায় : যখন তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা স্মার্টফোনে মুখ গুঁজে থাকার নেশায় বুঁদ ঠিক সেই সময়টায় মালদার পড়ুয়া নিশা একের পর এক সাপ বাঁচিয়ে রেখে পরিবেশে বাস্তুতন্ত্র রক্ষার কাজ করে চলেছে। মহানন্দা নদী তীরবর্তী মালদা শহরের মঙ্গলবাড়ির বাসিন্দা নিশা হালদারের এখনও আঠারো বছরে পা দিতে মাস দুয়েক সময় লাগলেও পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে এই বয়সেই সে জেলাবাসীর নজর কেড়ে নিয়েছে।

মালদা গার্লস স্কুলের কলা বিভাগ থেকে এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক এই পরীক্ষার্থী ইতিমধ্যেই শতাধিক বিভিন্ন প্রজাতির সাপ উদ্ধার করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে। এমনকী, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীনও সে একটি বড়সড় গোখরো সাপ উদ্ধার করতে কোনওভাবেই পিছিয়ে না গিয়ে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। তার এই দুঃসাহসী ও দুর্দমনীয় মনোভাব এবং দায়িত্বশীল আচরণকে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস কুর্নিশ জানায়। পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ের কাজে ব্যস্ত থাকার পাশাপাশি নিশা বর্তমানে নিজেকে আইন বিষয়ে পড়াশোনার জন্য তৈরি করছে।

জগদ্বিখ্যাত আম ও লিচু, প্রবাদপ্রতিম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এ বি এ গনিখান চৌধুরী, বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র রামকেলী, গৌড়বঙ্গ, আদিনা মসজিদের কথা উঠলেই মানসপটে ভাসতে থাকে মালদা জেলার নাম। সেই মালদারই তারুণ্যের অন্যতম প্রতীক নিশা হালদারের নাম এখন জেলাবাসীর মুখে মুখে ফিরছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা শহরের মঙ্গলবাড়িতে এফসিআই গোডাউন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা স্বর্ণশিল্পী নিতাই হালদারের একমাত্র সন্তান নিশা কিশোর বয়স থেকেই সাপ উদ্ধারের কাজ করে চলেছে। নিতাইবাবু নিজেও একজন সর্পপ্রেমী এবং পরিবেশ সচেতনতা সহ কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার কাজে যুক্ত রয়েছেন দীর্ঘদিন। তিনিও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানান প্রজাতির অসংখ্য সাপ এপর্যন্ত উদ্ধার করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছেন। নিশা ছোট থেকেই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তার বাবার এই কর্মকাণ্ড দেখত। একসময় সে বাবার হাত ধরেই এভাবে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় নিজেকে যুক্ত করে নেয়। এ যেন পরিবেশ রক্ষার্থে নিশার একপ্রকার লড়াই। মেয়ের সেই লড়াইয়ে সেনাপতির ভূমিকা পালন করছেন নিতাই হালদার। বাপবেটির সেই লড়াইয়ে পিছন থেকে সমর্থন জুগিয়ে চলেছেন গৃহবধূ শীলা হালদার।

গত শুক্রবার সকালে মালদার বাড়িতে বসেই নিতাই হালদার বলেন, এখনও বহু মানুষ আতঙ্ক এবং কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে সাপ মেরে ফেলছে। অন্যান্য জীবের মতো সাপেরও মুক্ত পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। কাউকে সাপে কাটলে চিকিৎসার জন্য সবার আগে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে ওঝার কাছে নিয়ে গেলে হবে হবে না। বাবার পাশে বসেই নিশা বলে, সাপ মানেই আতঙ্ক, তাই তাকে মেরে ফেলতে হবে— এটা কিছু মানুষের ভুল ধারনা। বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় সাপেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমি বাবার কাছে সর্বপ্রথম এব্যাপারে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তাঁর দেখানো পথেই আমি এপর্যন্ত শতাধিক সাপ উদ্ধার করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় নিশা যেভাবে নিজেকে মেলে ধরেছে তাতে তাকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। স্যালুট নিশা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ৯ মার্চ – ১৫ মার্চ ২০২৪

ভোটে নেতাজি ইস্যু থাকবে না কেন

ভারতের সাধারণ নির্বাচনগুলিতে নানা সময়ে নানা ইস্যু সামনে এসেছে। কখনও বোফর্স কেলেঙ্কারী কখনও মণ্ডল–কমণ্ডল ইস্যু। ভোট মিটে যেতে নানা সময় দেখা গেছে রাজধর্মের পরিবর্তে ব্যক্তিগত ও দলগত নানা কেলেঙ্কারী সমানে এসেছে। রামমন্দির ইস্যু বিজেপির ক্ষেত্রে প্রতি নির্বাচনে থাকলেও এবারেই রামমন্দির নির্মাণ সহ জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা সাফল্যকে তুলে ধরবে আগামী ভোটে। আশ্চর্যের বিষয় ভারতবর্ষের বর্তমান সময়ে যে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাধীনতা ভোগ করছে দেশবাসী ও রাজনীতিকরা তার জন্য সিংহভাগ কৃতিত্ব প্রাপ্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বৈপ্লবিক ভারত অভিযান। যখন এদেশে প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার নানা প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে তখন সেভাবে নেতাজির অবদানকে, নেতাজির প্রতি ধারাবাহিক রাজনৈতিক ও পারিবারিক অবিচার অন্যায় ও আর্ন্তজাতিক চক্রান্তকে তুলে ধরবার প্রয়াস হয়নি। কয়েক বছর আগে নেতাজি সংক্রান্ত কিছু গোপনীয় ফাইল আলোর মুখ দেখেছে পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্র সরকারের বদান্যতায়। দিল্লির কর্তব্যপথে নেতাজির প্রস্তর মূর্তি বসেছে কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়নি, অর্থাৎ নেতাজি চর্চার পরিসর তৈরি করে দেওয়া, পাঠে ও রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ফিরিয়ে আনা হোক তাঁকে। কেউ কথা রাখে নি সেভাবে। দায়সারা তদন্ত করেছিল জনমতের চাপে জওহরলাল ও তাঁর কন্যা ইন্দিরা। জনমনে শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশন সত্যের আলোকে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তৃতীয় বারের জন্য ভারতসরকারকে মুখার্জী তদন্ত কমিশন গঠন করতে হয়। তৎকালীন কেন্দ্র সরকারের চূড়ান্ত অসহযোগিতার মধ্যেই কাজ চলেছিল। পূর্ববর্তী কমিটি কমিশন গুলির মিথ্যা রিপোর্টকে নস্যাৎ করে দ্বর্থহীন ভাষায় মুখার্জী কমিশন জানায় নেতাজির তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়নি এবং চিতাভস্মের গল্প মিথ্যা। সেদিনের সেই রিপোর্ট তৎকালীন মনমোহন সরকার 'অসম্পূর্ণতা'র দোহাই দিয়ে খারিজ করেছিল। সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব কেউ নেয়নি। এমন কী বর্তমান মোদী সরকারও নয়। বাংলার থেকে জনপ্রতিনিধি লোকসভা ও রাজ্য সভায় অনেক জন থাকলেও নেতাজি সত্য উদ্ধারের দাবি জানাতে কেউ উদ্যোগ নেয়নি। এ ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্যের মতই মৌন থেকেছেন এ রাজ্যের নেতা নেত্রীরা লোকসভা ও রাজ্যসভায়।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ বছর নেতাজি জয়ন্তীতে বারংবার বলেছেন নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটির মর্যাদা প্রদানের। গান্ধী জয়ন্তী, আম্বেদকর জয়ন্তীতে দেশ ও দেশের বাইরের দূতাবাসগুলিতে পালন হয়। শুধুমাত্র ২৩ জানুয়ারি রাজনৈতিক দলের নেতারা মূর্তিতে মালা দিয়ে দায় সারেন। নেতাজি সম্পর্কে অজস্র সত্য সামনে এল না এখনো। আজাদ হিন্দ সরকারের কোটি কোটি টাকা উধাও হয়ে গেল ভারত সরকারের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর দৌলতে। গত ৭৫ বছরেও বিচার হয়নি। নির্বাচন এসেছে নির্বাচন চলে গেছে। শাসকরা এড়িয়ে গেছেন নেতাজি সত্য প্রকাশের নৈতিক দায়িত্ব।

এবারের ভোটে বাংলায় যেমন দুর্নীতি ইস্যু এসেছে তেমনি গর্জন হোক নেতাজি সত্য প্রকাশ্যে আনার। তৎকালীন এবং বর্তমান সময়ের কোন কোন নেতা, নেত্রী, রাজনৈতিক দল জাতির প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে তা জনগণের সামনে আসুক। স্লোগান উঠুক– নেতাজি নয় তো ভোট নয়– নো নেতাজি নো ভোট।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

মহা প্রলয়ের পর হিরণ্যগর্ভা ব্রহ্মার সমষ্টি জগৎ–বিস্তারের মত ব্যষ্টি জগৎ বিস্তার করে। রাম বললেন, হে ব্রাহ্মণ! ব্রহ্মার সত্যসঙ্কল্পের দরুণ যে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তা অসৎ হয় কি করে? বশিষ্ঠ বললেন, মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মা–হরি–হর বিদেহমুক্তি লাভ করেন। সুতরাং তাঁদের জগৎ–স্মৃতি নির্মূল হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য জীব প্রবুদ্ধ না হওয়ায় প্রাক্তন স্মৃতি তাদের জন্ম–মৃত্যুর কারণ হয়। মৃত্যুমূর্ছার পরে জীবের অন্তর–আকাশে যে সৃষ্টির রূপরেখা উদত হয়, তার অনুসরণে সৃষ্টি রচিত হয়, যা ব্যোমপ্রকৃতি নামে পরিচিত হয়। জড় ও অজড় উভয়রূপী ব্যোমপ্রকৃতিতে চিতের প্রতিফলেন যখন অহংভাব উদিত হয়, তখন তাতে রূপ–রস–গন্ধশব্দ–স্পর্শ এই পঞ্চ তন্মাত্র এবং দিক্–কাল সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, পরে স্থূল ইন্দ্রিয়ের জন্ম হয়। সূক্ষ্মবুদ্ধি, মন সহ ইন্দ্রিয়াদি ও তন্মাত্রসমূহ নিয়ে সপ্তদশ কোষ বিশিষ্ট অবয়বকে আতিবাহিক বা লিঙ্গদেহ বলে। 'আমি স্থূল' এই ভাবনায় আতিবাহিক শরীরই ভৌতিক স্থূল দেহ লাভ করে। ঔ স্থূলদেহে আশ্রিত লিঙ্গদেহ ইন্দ্রিয়সমূহের বশীভূত হলেতাতে দেশ–কালগত পদার্থ উদিত হয়। স্বপ্নে দেখা ঘটনার মত স্বপ্নকালে সত্য, অথচ আসলে অসত্য জগদ্‌ভ্রম মাত্র। তাই এহেন নিতান্তই অসৎ, রাম! সূক্ষ্ম দেহ বা আতিবাহিক দেহের জন্ম–মৃত্যু না থাকলেও স্থূল দেহাদির ভাবনায় জীব জন্ম–মৃত্যু অনুভব করে। হে রাঘব! যেহেতু লীলা ও সরস্বতী অতি সূক্ষ্ম আকাশরূপিনী, তাই তাঁরা অনায়াসে বিদূরথের শয্যাকক্ষে প্রবেশ করতে পারলেন। রাজা বিদূরথ ও তাঁর মন্ত্রী ছাড়া রাজপুরীস্থ অন্যান্য সকলে তখন নিদ্রামগ্ন। রাজা বিনয় সহকারে দেবীদের সম্বর্ধনা জানালেন। সরস্বতী রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন– তুমি কে? পিতার নাম কি? তোমার জন্ম কবে? মন্ত্রী শ্রদ্ধা নিবেদন করে জবাব দিলেন, ইক্ষাকু বংশে মুকুন্দরথ নামে যে রাজা ছিলেন, তাঁর অধস্তন নবম বংশধর নভোরথ রাজার পুত্র হলেন বিদূরথ। রাজা নভোরথ বহুদিন পূর্বে দশ বর্ষীয় পুত্র বিদূরথের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করে তপস্যার্থে বনবাসী হন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

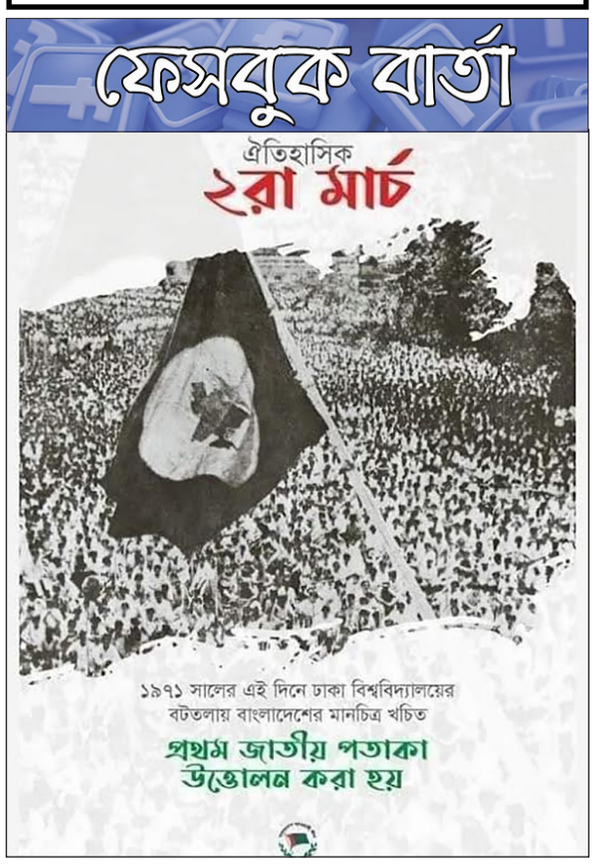

যৌন অপরাধ, পকসো আইন ও শিশু সুরক্ষা : একটি প্রতিবেদন

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

যে কোন দেশের ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নে শিশুদের বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের শিশু আগামীদিনের নাগরিক। আর বর্তমানের সুস্থ ও সবল শিশু ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের দক্ষ কারিগর। অথচ একবিংশ শতাব্দীর অত্যাধুনিক গ্রাম তথা শহরাঞ্চলের বস্তিবাসী, তপসিলি জাতি, উপজাতি ও

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষেরা বিশেষত শিশুরা বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা, বৈষম্য, হিংসা ও অপরাধের শিকার। ভারত সবচেয়ে বেশি কিশোর কিশোরীদের দেশ, যেটা কিনা প্রায় ২৫৩ মিলিয়ন। অর্থাৎ ভারতের প্রায় প্রতি পাঁচ জনে একজনের বয়স ১১–১৯ বছর (ইউনিসেফ)। আর আমাদের রাজ্যে শিশুর সংখ্যাটা ৩.২১কোটি। এখন প্রশ্ন হল শিশু বলতে আইনের ভাষায় কাদের বোঝানো হয়। ২০১২ সালে প্রণীত জাতীয় শিশুনীতি অনুসারে যেকোন ছেলে অথবা মেয়ে যার বয়স ১৮ বছরের নীচে সে–ই শিশু বলে গণ্য হবে।

আমাদের দেশে প্রতিদিন শিশুদের বিরুদ্ধে অমানবিক, অনৈতিক ও নির্মম অত্যাচারের ঘটনা ঘটে। খুব কম শিশুই গৃহ পরিবেশ ও বৃহত্তর সমাজে স্বাধীন ও ভয়মুক্ত হয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। শৃংখলা ও শাসনের নামে দৈহিক শাস্তি, কটুক্তি, প্রতিবেদনটির উপস্থাপনা।

যৌন অপরাধের হাত থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য আমাদের দেশে প্রথম ২০১২ সালে যৌন অপরাধ প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি আইন তৈরি হয়। পরবর্তীকালে ২০১৯ সালে উক্ত আইনটিকে অরো মজবুত করে শিশুদের অধিকারকে সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু ধারা সংযোজন করা হয়। যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা সংক্রান্ত (সংশোধনী) আইন, ২০১৯, সাধারণভাবে পকসো আইন নামে পরিচিত। ২০১২ সালের আইনটির ২নং ধারার ১ নং উপধারায় 'ডি' ধারাটির সঙ্গে 'ডিএ' সংযোজন করে 'চাইল্ড পর্নোগ্রাফি'র সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে– 'শিশু পর্ণোগ্রাফি' মানে একটি শিশুর সাথে জড়িত যৌন সুস্পষ্ট আচরণের যে কোন দৃশ্যমান চিত্র, যার মধ্যে ফটোগ্রাফ, ভিডিও, ডিজিটাল বা কম্পিউটার দ্বারা তৈরি ছবি যাকে একটি প্রকৃত শিশু থেকে আলাদা করা যায় না, এবং ছবি তৈরি, অভিযোজিত বা পরিবর্তিত করা হলেও একটি শিশুকে চিত্রিত করতে দেখা যায়।' আর যৌন অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে ২০১৯এর সংশোধনী আইনের ৪নং ধারার ২নং উপধারায় বলা হয়েছে– 'কোন ব্যক্তি ষোল বছরের কম বয়সী শিশুর উপর অনুপ্রবেশমূলক যৌন নিপীড়ন করলে তাকে এমন একটি মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা ২০ বছরের কম মেয়াদের হবে না; তবে তা যাবৎ জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারবে, যার অর্থ হল তার স্বাভাবিক জীবনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য কারাদণ্ড ও জরিমানাও হবে। এই জরিমানা ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তি সংগত হবে এবং তা নির্যাতিতাকে দেওয়া হবে তার চিকিৎসার খরচ ও পুনর্বাসনের খরচ মেটানোর জন্য। সংশোধনী আইন (২০১৯) এর ৬/১ উপধারায় বলা হয়েছে যদি কেউ উত্তেজিত অনুপ্রবেশমূলক যৌন নিপীড়ন করে তাহলে তার সশ্রম কারাদণ্ড হবে, যা কিনা যাবৎজীবন হতে পারে, যার অর্থ দাঁড়াবে যে সেই কারাবাসের মেয়াদ স্বাভাবিক বাকী জীবনভোর হবে এবং এর সাথে জরিমানা ধার্য করা হবে এমনকি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে।

পকসো আইনে আরো বলা হয়েছে– যদি কেউ পর্নোগ্রাফির উদ্দেশ্যে একটি শিশু বা শিশুদের ব্যবহার করে তবে তার এমন একটি মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড হবে যা পাঁচ বছরের কম হবে না এবং জরিমানা হবে। আর দ্বিতীয়বার অপরাধ বা পরবর্তীকালে পুনরায় দোষী সাব্যস্ত হলে কারাদণ্ডের মেয়াদ সাত বছরের কম হবে না এবং তার জরিমানাও হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন একটি শিশুকে নিয়ে তৈরি পর্নোগ্রাফি সংরক্ষণ করা বা ধারণ করা দণ্ডনীয় অপরাধ (১৫/১ নং ধারা), শুধু তাই নয়, যদি কোন ব্যক্তি যে কোন শিশুকে সম্প্রচার বা প্রদর্শন বা বিতরণ করার জন্য কোন পর্নোগ্রাফি সামগ্রী সঞ্চয় করে বা ধারণ করে, সেটিও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে।

বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পকসো মামলায় অভিযুক্তরা নির্যাতিতার পূর্ব পরিচিত এবং তাদের সহমতের ভিত্তিতেই যৌন কার্য সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে মনে রাখা কর্তব্য পকসো আইনটি কিন্তু ১৮ বছরের কম বালক–বালিকাদের সহমতিতে সংঘটিত যৌনকার্যকে মান্যতা দেয় না। অতএব আইন ভাঙলে কারাদণ্ড ও জরিমানা উভয়ই হতে পারে।

ভাইরে কতই রঙ্গ দেখব বঙ্গ আঙিনায়

নির্মল গোস্বামী

ছাত্র জীবনে 'বাংলার ঋতু বৈচিত্র্য' রচনা লিখতে গিয়ে যে বাক্যটি শিখেছিলাম তাহল, প্রকৃতির রঙ্গ ভূমি এই বঙ্গ। এইবঙ্গ বহুরঙ্গে ভরা। এককালে পর পর ছয় ঋতুর আনাগোনা

স্পষ্ট বোঝা যেত। এখন তা আর বোঝা যায় না। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত এই তিনটেই এখন প্রকট। প্রকৃতিকে দোহন করতে করতে আমরা নিজেরাই প্রকৃতির কৃপা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আবার এই বঙ্গের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চের কুশীলবদের মানুষ সরাসরি বুঝতে পারত। কে কেমন মানুষ। কার কত ত্যাগ। কে কত আদর্শবাদী। কে খাঁটি মার্ক্সবাদী বা কে খাঁটি গান্ধীবাদী। কারা এখনও খদ্দর আর গান্ধীটুপি ছাড়তে পারেনি বা কারা এখনও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ভারতে প্রযোজ্য কিনা তাই নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। সাদামাঠা মঞ্চে চেনা মুখের নেতাদের পদ চারণা ছিল তখনকার বঙ্গে। কিন্তু ওই প্রকৃতির মতো ক্রমে ক্রমে রাজনীতিও কেমন যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। প্রকৃতিকে দোহন করেছি আমরা। জলাজমি বুজিয়ে, অরণ্য ধ্বংস করে। জলে, স্থলে বাতাসে টনটন ব্রাজ্য পদার্থ নিক্ষেপ করে প্রকৃতির ঋতু বৈচিত্রের যেমন পরিবর্তন সাধিত করেছি ঠিক তেমনভাবে রাজনীতিকে দোহন করতে করতে রাজনীতির জনহিতকর চিরাচরিত চরিত্রও আজ পাল্টে গেছে। রাজনীতি আর 'নীতির রাজ'সজ্ঞাকে নির্দেশ করে না।

আমরা জেনে ছিলাম চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ করা যায় না। কিন্তু এখন নতুন করে শিখছি যে চালাকির দ্বারা রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে স্বচ্ছন্দে পদ চারণা করা যায়। আগে রাজনীতি ছিল জনসেবার সবথেকে প্রশস্ত রাজপথ। এখন জন পীড়নের উৎকৃষ্ট সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত হাতিয়ার। যারা সেকাল আর একাল দুকালই দেখেছে তাদের কাছে রাজনীতি নেহাতই ক্ষমতা দখলের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। আর রাজনীতির বৈচিত্র্যময় রঙ্গভূমি হল এ বঙ্গ।

যারা একদিন শোষণ মুক্তি, শাসনমুক্তির স্বপ্ন ফেরি করে ছিল তারাই শোষণে শাসনে বঙ্গবাসীকে জর্জরিত করে তুলল। মুক্তির পরিবর্তে মানুষকে পার্টির দাসত্বে বাঁধতে চাইল। আবার দলতন্ত্রের বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে গণতন্ত্রের দাবি নিয়ে সামনে এল যারা তারা সব ক্ষমতার মোহে 'আপন হারা' হয়ে গেল। তাই ২০১১ পর বিরোধীনেত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে উঠল। দলতন্ত্রের পরিবর্তে আরাবুলতন্ত্র, সওকাততন্ত্র, শাহজাহানতন্ত্র, জাহাঙ্গিরতন্ত্র, কেষ্টরাজ– আরো কত শত শক্তিধরদের রাজত্ব কায়েম হল। এ রাজনীতির বড় রঙ্গ বইকি। বিরোধী নেত্রী একদা বলেছিলেন যারা কর্মচারীদের ডিএ নিতে পারে না তাদের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। আর ক্ষমতার মোহ যখন গ্রাস করল তখন সেই তিনিই বলেছেন ডিএ দয়ার দান। বেশি ঘেউ ঘেউ করবেন না। রাজনীতির বৈচিত্র্যময়তার এও এক উদাহরণ।

এই পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে বড় বঙ্গ হল যে এখানে নতুন কলকারখানা গড়ে ওঠে নি। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ নেই। শিক্ষক নিয়োগ নেই। চাকরি বলতে শুধুই ১০ হাজারের সিভিক ভলেন্টিয়ার আর চুক্তি ভিত্তিককর্মী নিয়োগ। মানুষের আয়ের কোনো পন্থা নেই। অথচ নেতাদের হাজার নয়, লাখ নয় কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি হয়েছে। শত শত বিঘা জমি, রিসর্টের ছড়াছড়ি। গাড়িবাড়ি, দু'তিনটে করে দামী ফ্ল্যাটে অনুব্রত থেকে শাহজাহান সব এক একজন জায়গীরদার হয়ে উঠল কীভাবে? মন্ত্রীর বান্ধবীর ঘরে যক্ষের ধন। জেলবন্দি খাদ্যমন্ত্রী মেয়েকে চিঠি লিখছে অমুকের কাছে যা এক কোটি টাকা দেবে। ভাবতে অবাক লাগে পশ্চিমবঙ্গে এত টাকা এল কোথা থেকে? এখানে পঞ্চায়েত টিকিট থেকে পদ বিক্রি হয় লক্ষ লক্ষ টাকায়। এমএলএ'কে মন্ত্রীত্বের আশ্বাস দিয়ে লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এক যুবক। প্রমাণ হল যে মন্ত্রীত্বও বিক্রি হয়। ছোটো বড় সব সরকারি দলের নেতাদের দামী গাড়ি, হাতে কমপক্ষে তিনটে আংটি, গলায় মোটা চেন। অথচ কেউ সেভাবে চাকরি বা ব্যবসা করে না। এক এমপি'র এত টাকা যে প্রতি বছর তার এলাকার সমস্ত দূর্গাপূজা কমিটিকে, ইদ কমিটিকে, মহরম কমিটিকে ৫–৭ হাজার করে টাকা অনুদান দিয়ে আসছেন প্রতি বছর। তার উপর ১৬০ হাজার বয়স্ককে প্রতিমাসে ১০০০ টাকা করে পেনসন দিচ্ছেন নিজের পয়সায়। এমপি মহাশয় কিসের ব্যবসা করেন কেউ জানে না, কিন্তু টাকার অভাব নেই। এই যে এত টাকা এটা এসেছে রাজনীতিকে দোহন করে। অর্থাৎ ক্ষমতাকে দোহন করে। তাই রাজনীতিও প্রকৃতির মতো আজ দুষণে জর্জরিত।

তাই রাজনীতি আজ 'উচ্চহৃদয় বৃত্তি' নয়। ক্ষমতা দখলের জন্য প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে কানাগলি আস্তাকুঁড়েতে পথ খুঁজে চলেছে। আমজনতা প্রতিনিয়ত ধাঁধার আঁধারে বিভ্রান্ত হচ্ছে। সেই অবসাদ অপনোদলের একটাই পথ তাহল রাজনীতিকে যাদুরঙ্গ ভাবা। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন সাহজাহান নির্দোষ। অথচ পুলিশ গ্রেপ্তার করছে। তার বিরুদ্ধে ৪২টা কেস আছে চার্চসিট ও জমা হয়েছে অথচ পুলিশ একবার জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। শাহজাহান অন্তরালে থেকে উকিল মারফত ইডির কাছে বলেছে যে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে না। এই আশ্বাস দিলে সে ইডির সামনে আসবে। অথচ নেতা থেকে জেলার এসপি বলছেন যে শাহজাহান ধরার ক্ষেত্রে আদালতের নিষেধাজ্ঞা ছিল। যার উপর নিষেধাজ্ঞা সে নিজে জানে না জানে পুলিশ আর নেতা। হাইকোর্টও জানে না। এর থেকে বড় রস আর কি হতে পারে? দুর্নীতির বিরুদ্ধে বামেরা সোচ্চার। সাজাপ্রাপ্ত জেলাটা আসামী লালুর হাত ধরে ইয়েচুরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মঞ্চে বসাচ্ছে! এতো মহারঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী নাকি খায়নে, খেতেও দেবেন। অথচ পিএম কেয়ার ফাণ্ডের হিসাব দিতে ভয় পায়। কেন? সেও এক মস্ত ধাঁধাঁ। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছেন সন্দেশখালিতে অত্যাচারের সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে তাহলে কেন্দ্র কেন আইনি পদক্ষেপ নেবে না? বলছেন চোটকে ভোটে পরিণত করতে। এজেন্সিকে, ফোসকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিল। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যপাল সকলেই চুপ। সেই তার নাকি তৃণমূলকে উৎখাত করতে চায়। অধীরের কথায় ধোপার গাধাও শুনে হাসবে। আসুন আমরাও প্রাণ খুলে হাসি আর তামাশা দেখে যাই। তাতে শরীর ও মন সুস্থ থাকবে।

দেশ দেশান্তরে

নতুন প্রজাতির সাপের সন্ধান

সুমন্ত ভৌমিক

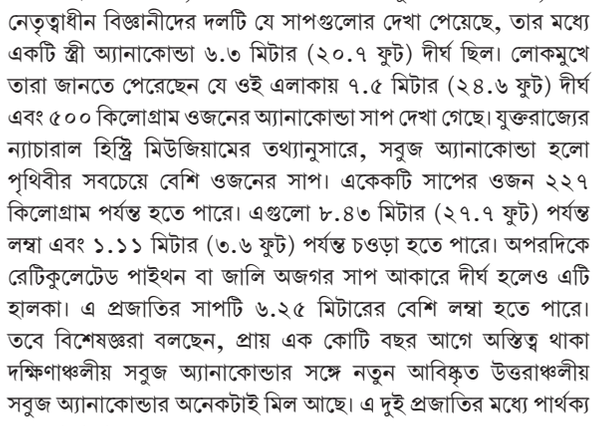

আমাজন জঙ্গলে গবেষণারকাজ চালাতে গিয়ে একটি নতুন প্রজাতির সাপ শনাক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা। কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক আমাজন জঙ্গলের ইকুয়েডরের অংশে ভ্রমণে গিয়ে উত্তরাঞ্চলীয় সবুজ অ্যানাকোন্ডার সন্ধান পান। তবে সাপের এই প্রজাতি আগে নথিভুক্ত ছিল না। স্থানীয়ভাবে গুঞ্জন আছে, এটি পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সবচেয়ে বড় প্রজাতির সাপ।

কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাজন জঙ্গলের ওই অংশে বড় প্রজাতির অ্যানাকোন্ডা দেখা গেছে বলে লোকমুখে খবর পাওয়ার পর তারা সেখানে গিয়েছিলেন। ওয়াওরানি জনগোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক ব্রায়ান ফ্রাই বিজ্ঞানীদের দলটিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাইহুয়েরি ওয়াওরানি টেরিটরির বামেনো অঞ্চলে চালানো ১০ দিনের ওই অভিযানে শিকারি দলের সঙ্গে ছিলেন বিজ্ঞানীরা। এরপর তারা নদীর অগভীর জলে কয়েকটি অ্যানাকোন্ডা খুঁজে পান। এগুলো শিকারের খোঁজে সেখানে লুকিয়ে ছিল। অ্যানাকোন্ডা হলো বিশালাকারের সাপ। দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলগুলোর জলেতে বা জলের কাছে এই সাপের দেখা মেলে।

ফ্রাই মনে করেন, সাপগুলোর আকার অদ্ভুত। তিনি বলেন, তার নেতৃত্বাধীন বিজ্ঞানীদের দলটি যে সাপগুলোর দেখা পেয়েছে, তার মধ্যে একটি স্ত্রী অ্যানাকোন্ডা ৬.৩ মিটার (২০.৭ ফুট) দীর্ঘ ছিল। লোকমুখে তারা জানতে পেরেছেন যে ওই এলাকায় ৭.৫ মিটার (২৪.৬ ফুট) দীর্ঘ এবং ৫০০ কিলোগ্রাম ওজনের অ্যানাকোন্ডা সাপ দেখা গেছে। যুক্তরাজ্যের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের তথ্যানুসারে, সবুজ অ্যানাকোন্ডা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ওজনের সাপ। একেকটি সাপের ওজন ২২৭ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। এগুলো ৮.৪৩ মিটার (২৭.৭ ফুট) পর্যন্ত লম্বা এবং ১.১১ মিটার (৩.৬ ফুট) পর্যন্ত চওড়া হতে পারে। অপরদিকে রেটিকুলেটেড পাইথন বা জালি অজগর সাপ আকারে দীর্ঘ হলেও এটি হালকা। এ প্রজাতির সাপটি ৬.২৫ মিটারের বেশি লম্বা হতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রায় এক কোটি বছর আগে অস্তিত্ব থাকা দক্ষিণাঞ্চলীয় সবুজ অ্যানাকোন্ডার সঙ্গে নতুন আবিষ্কৃত উত্তরাঞ্চলীয় সবুজ অ্যানাকোন্ডার অনেকটাই মিল আছে। এ দুই প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য ৫.৫ শতাংশ।

দ্বিতীয়বার পিটিআইয়ের চেয়ারম্যান গহর আলী

ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক–ই–ইনসাফের চেয়ারম্যান হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন ব্যারিস্টার গহর আলী খান। দ্বিতীয়বারের মতো গহর আলী পিটিআইয়ের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল নিজেদের প্রত্যাহার করে নিলে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। পরে পিটিআই এক বিবৃতিতে বলেছে, প্যানেল প্রত্যাহারের পর শুধু একজনই প্রার্থী ছিলেন। তিনি নির্বাচিত হন। দলের ঘোষণা অনুযায়ী, ওমর আইয়ুব খান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিটিআইয়ের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। পিটিআইয়ের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল পাকিস্তান নির্বাচন কমিশন ৩ মার্চ ঘোষণা করবে। গত বছরের নভেম্বরে পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা কারাবন্দী ইমরান খান আইনি জটিলতা এড়াতে দলীয় প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরে তিনি গহর আলীকে দলীয় প্রধানের পদে মনোনীত করেছিলেন। পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে পিটিআই গত বছরের ২ ডিসেম্বর দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন করে। নির্বাচনে গহর আলী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পিটিআইয়ের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনকে গত মাসে অবৈধ ঘোষণা করেন পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। অভ্যন্তরীণ নির্বাচন বাতিল করার কারণে গহর আলী পিটিআইয়ের চেয়ারম্যান পদ হারান।

পাঠকের কলমে

বন্ধ বাস পুনরায় চালু হোক

হাওড়ার আমতা ২নং ব্লকের অধীন বেতাই গ্রাম। গ্রামের দুর্গাতলা থেকে একসময় নিয়মিত চলত দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস হাওড়া বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত। বেতাই, খোড়প, জয়ন্তী, কলবাঁশ, ধাইপুর, মৈনান–সহ ১৫–২০ টি গ্রামের মানুষ উপকৃত হতেন এই বাস পরিষেবায়। কিন্তু আজ প্রায় ২০–২৫ বছর হল, এই বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে রয়েছে। এর ফলে বর্তমানে খুবই অসুবিধার মধ্যে হাওড়া যাতায়াত করতে হচ্ছে ওই সমস্ত গ্রামের নিত্যযাত্রীদের। বিশেষ করে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা যাত্রীগণ ভীষণ সমস্যায় পড়েছেন। বহু দূরবর্তী ঝিখিরা,জয়পুর থেকে এই রুটের উপর দিয়ে পুরো যাত্রীবোঝাই করে আসা হাওড়াগামী বাসে বসার বা দাঁড়ানোরও জায়গা পান না এই সমস্ত যাত্রীরা। ফলে তাদের খুবই কষ্ট করে প্রায় দেড় ঘণ্টা বাসের মধ্যে দাঁড়িয়েই হাওড়া যেতে হচ্ছে। এলাকার মানুষের দাবি, বেতাই থেকে পুনরায় চালু হোক দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ওই বাস পরিষেবা। আমি এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

অসীম কুমার মিত্র
রসপুর, আমতা

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

GOVT. OF WEST BENGAL
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
জনদরদি উদ্যোগে
আগামী এপ্রিল মাস থেকে রাজ্যের
আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পারদের
মাসিক বেতন বৃদ্ধি হতে চলেছে
আশা কর্মীদের
৭৫০ টাকা
বেতন বৃদ্ধি হবে
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের
৭৫০ টাকা
বেতন বৃদ্ধি হবে
অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পারদের
৫০০ টাকা
বেতন বৃদ্ধি হবে
বাংলার মানুষের পাশে, সর্বদা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহানগরে

ভারত সেবাশ্রমের বিরাট শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ১২৯ তম আবির্ভাব তিথি ও শিবরাত্রি উপলক্ষে দক্ষিণ কলকাতায় ধর্মীয় শোভাযাত্রা বেরল। বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে বুধবার হাজার হাজার মানুষের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা রাসবিহারী, হাজরা মোড় হয়ে বালিগঞ্জে সংঘের প্রধান কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিলেন অশ্বারোহী সন্ন্যাসীরা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে স্কুল কলেজের হাজার হাজার ছেলে মেয়ে, ভারত সেবাশ্রম সংঘের শাখা কেন্দ্র এবং হিন্দু মিলন মন্দিরের সদস্যরা এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন। পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য, ধুনুচি নাচ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী ছিল শোভাযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ। সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, আগামী বৃহস্পতি ও শুক্রবার দুদিন ব্যাপী শিবরাত্রি উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। হোম, যজ্ঞ পূজার পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনা এবং লাঠি খেলা, ছোরা খেলার মতো শক্তি প্রদর্শন হবে এই অনুষ্ঠানে।

সংযুক্ত কলকাতাতেও এবার বিনামূল্যে ফেরুল পরিষ্কার

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা: কলকাতা পৌরসংস্থা তার সংযুক্ত এলাকায় ফেরুল পরিষ্কারের চার্জ তুলে নিল। এতদিন পর্যন্ত কলকাতার ১০১ – ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জলের প্রতিটি ফেরুল পরিষ্কারে ১০০ টাকা করে নেওয়া হত। কেন্দ্রীয় পৌরভবনে ২ মার্চ একথা জানান মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। প্রসঙ্গত, মূল কলকাতায় (ওয়ার্ড নম্বর : ১ – ১০০) ফেরুল পরিষ্কারে কোনও চার্জ নেওয়া হয় না।

এবার থেকে মূল কলকাতার মতো করে সংযুক্ত এলাকাতেও ফেরুল পরিষ্কারে চার্জ তুলে দিল কলকাতা পৌরসংস্থা। যদিও খাতায় কলমে তা ১০০ টাকা হলেও অনেক সময় কয়েক হাজার টাকাও খরচ হত। আসলে পানীয় জলের লাইনে মাটির যত গভীরে ফেরুল থাকত, মাটি ততটা খুঁড়তে হত। এতে লেবার চার্জের টাকাও লাগত অনেক বেশি। এজন্যই খরচ কখনো কখনো কয়েক হাজার টাকা হত। প্রতি বাড়িতে জলের লাইনে ফেরুল থাকে। এই ফেরুলের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জল বাড়িতে আসে। আর তা যদি পরিষ্কার না থাকে তাহলে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটে। তাতে বিপদে পড়েন সংশ্লিষ্ট বাড়ির বাসিন্দারা।

প্রসঙ্গত, কলকাতা পৌরসংস্থার আগামী ২০২৪'–২৫ অর্থবর্ষের বাজেটে উত্থাপন করা হয়, এবার থেকে সংযোজিত কলকাতা এলাকায় পানীয় জলের ফেরুল পরিষ্কারে ১০০ টাকার পরিবর্তে ৫০০ টাকা নেওয়া হবে। এদিন মহানাগরিক জানান, এখন সংযোজিত কলকাতাকে আর আলাদা করা হবে না। মূল ও সংযোজিত কলকাতা এখন এক করা হয়েছে।

ফলে সংযোজিত কলকাতাতেও এখন ফেরুল পরিষ্কারে আর কোনও চার্জ নেওয়া হবে না। মহানাগরিক জানান, এতদিন সংযোজিত কলকাতায় ফেরুল পরিষ্কার কনট্র্যাকটরদের দিয়ে করতে হত। এখন গোটা কলকাতায় একইভাবে কাজ হবে।

হুগলি নদীকে সাক্ষী রেখে শুরু কলকাতা–হাওড়া মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা মেট্রোর মুকুটে আরও একটি পালক জুড়ল ৬ মার্চ ২০২৪–এ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নবনির্মিত এসপ্ল্যানেড স্টেশনে বহু প্রতীক্ষিত হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড (৪.৮ কিলোমিটার) মেট্রো রেলপথের উদ্বোধন করলেন। ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রোর এই অংশটুকুর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী অরেঞ্জ লাইনের কবি সুভাষ– হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (৫.৪ কিলোমিটার) এবং পার্পল লাইনের তারাতলা–মাঝেরহাট (১.২৫ কিলোমিটার) অংশেরও উদ্বোধন করেন। এর ফলে কলকাতা এবং হাওড়ায় যানবাহন ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। উদ্বোধনের আগে নতুন এসপ্ল্যানেড স্টেশনে বহুক্ষণ ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষায় থাকা জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন প্রধানমন্ত্রী। মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি থ্রি–ডি মডেলের সাহায্যে প্রধানমন্ত্রীকে ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্প সম্পর্কে বিশদে অবহিত করেন। এই প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে সাধুবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রশংসা করেন মেট্রো আধিকারিক, কর্মী, প্রযুক্তিবিদ এবং এই প্রকল্পের

সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের– যাঁরা হুগলির মতো বড় নদীর নীচ দিয়ে মেট্রো পরিষেবা চালু করার জন্য দিন–রাত এক করে কাজ করেছেন। দেশে এই প্রথম বড় কোন নদীর নীচ দিয়ে মেট্রো চালু হল। পরিবেশ বান্ধব এই পরিবহণ প্রণালী মানুষের যাতায়াতকে আরও সহজসাধ্য করে তুলবে আশা করা যায়। উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী এই তিনটি পথেই মেট্রো পরিষেবা শুরুর সংকেত দেন। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত গিয়ে মেট্রোয় আবার ফিরেও আসেন তিনি। যাত্রার সময় প্রধানমন্ত্রী বসেছিলেন স্কুল–পড়ুয়া এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে। সকলের সঙ্গেই কথা বলেন তিনি। জানতে চান কলকাতা মেট্রোর কাছ থেকে এঁদের কী প্রত্যাশা এবং হুগলি নদীর নীচ দিয়ে প্রথমবারের যাত্রার অনুভূতি কীরকম। দেশের সাংবিধানিক প্রধানকে সহযাত্রী হিসেবে পেয়ে যারপরনাই আপ্লুত পড়ুয়ারা। এই স্বপ্নপূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে তারা ধন্যবাদ জানায়।

এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে লেখেন, প্রকল্পে যাঁরা কাজ করেছেন তাদের এবং তরুণ প্রজন্মের সঙ্গ পাওয়ায় এই মেট্রো যাত্রা স্মরণীয় হয়ে রইল। হুগলি নদীর নীচে সুড়ঙ্গ দিয়েও যাতায়াত করেছি আমরা। কলকাতার মানুষের কাছে এই দিনটি বিশেষ। শহরের মেট্রো নেটওয়ার্ক প্রসারিত হল অনেকখানি। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হবে এবং যানযট কমবে। এটা খুবই গর্বের যে আমাদের দেশে বড় কোনও নদীর নীচ দিয়ে মেট্রো পরিষেবার সূচনা হল হাওড়া ময়দান–এসপ্ল্যানেড অংশটি চালুর মাধ্যমে।

কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য বাড়ল মোট ১১.৪৫ কিলোমিটার। এর জন্য খরচ হয়েছে ৬৯২৫ কোটি টাকা। এই পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুরের দূরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। যানযট এড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুত তাঁরা কলকাতায় আসতে পারবেন। কলকাতা মেট্রোর এই প্রকল্পগুলির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আগ্রা, পুনে এবং কোচির বেশ কয়েকটি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। দিল্লি, মিরাট রিজিওনাল র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম (আরআরটিএস)–এর একটি অংশেরও উদ্বোধন করেন তিনি। এই পথগুলিতে প্রথম মেট্রো ট্রেনের যাত্রা শুরুর সংকেতও দেন তিনি।

ছবি : অরুণ লোধ

ফেক মিটের চাহিদা বাড়ছে

ব্যাঙ্কের কারণে পিছিয়ে কৃষাণ যোজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ৬ মার্চ মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যান পালন নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। এই আলোচনা সভায় স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বণিক সভার সভাপতি নমিত বাজরিয়া, বক্তব্য রাখেন বণিক সভার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যান পালন বিষয়ক দপ্তরের চেয়ারম্যান সুরেশ আগরওয়াল। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে মৌমাছি চাষের এক বিশাল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং সুন্দরবনের মৌচাষিরা গভীর জঙ্গলে গিয়ে মধু নিয়ে আসার যে দুঃসাহসিক কাজ করতেন তা এখন মৌ চাষের ফলে অনেকটাই কমতে চলেছে।

এ পি ই ডি এ– এর আঞ্চলিক প্রধান শ্রীকান্ত মণ্ডল বলেন, প্রায় ৩৫ হাজার রপ্তানিকারী খাদ্য রপ্তানির মধ্যে রয়েছেন, ২২–২৩ সালে ১৭১৯ কোটি ফল এবং সবজি রপ্তানি হয়েছে। প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য সামগ্রী রপ্তানিতে ২৮ জন রপ্তানকারী যুক্ত রয়েছেন তবে তিনি বলেন বিভিন্ন অসুবিধা রয়েছে এ বিষয়ে। উচ্চ প্লেনের ভাড়া, বিভিন্ন জিনিস পরীক্ষা করবার জন্য অন্য রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে তাই অনেক ক্ষেত্রেই থমকে যাচ্ছে রপ্তানি। তিনি আরো বলেন, কাঁচা লঙ্কার বিষয়ে এমন অসুবিধা চোখে পড়ে যাচ্ছে। সুন্দরবনের মধু প্রক্রিয়াকরণ করবার জন্য অন্য জায়গায় পাঠাতে হচ্ছে এবং সেখান থেকে রপ্তানি হচ্ছে কিন্তু যদি এখানেই প্রক্রিয়াকরণের জায়গা তৈরি হয় তাহলে আরো বেশি মধু দেশ–বিদেশে রপ্তানি করা যাবে।

ফাসাইয়ের আঞ্চলিক প্রধান সুজয় কুমার

বলেন, রাস্তার খাবারের গুণমান পরীক্ষার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করা চলছে। স্কুল কলেজে খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে কর্মশালাও আয়োজন করা হচ্ছে।

নাবার্ডয়ের জেনারেল ম্যানেজার পার্থ মণ্ডল বলেন, খাদ্য উৎপাদনে খরচ কমানো যায় বিভিন্ন যোজনার মাধ্যমে। যেমন তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী কৃষাণ সম্প্রদায় যোজনার মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে খরচ কমানো যায়। এই যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে উদ্যোগপতিদের গ্যারেন্টার হিসেবে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে যা উদ্যোগপতিরা কাজে লাগাতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যান পালনের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত গুপ্ত বলেন, পরিকাঠামোর অভাবে বিশাল ভাবে উৎপাদন হলেও, চাহিদা থাকলেও তা নষ্ট হচ্ছে। তিনি উদ্যোগপতিদের এ বিষয়ে আহ্বান করেন এগিয়ে আসবার জন্য। বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেন কাঁঠালের চিপস এক সুন্দর বাজার করে নিয়েছে। বাংলাদেশ এ বিষয়ে এগিয়ে রয়েছে। তিনি সংযোজন করেন বিভিন্ন সবজি শুকিয়ে প্রক্রিয়াকরণ করে তা অনেকদিন ধরে রপ্তানি করা যায় পরবর্তীকালে সেগুলিকে গরম জলে ফেলে দিয়ে রান্না করলে একেবারে আগের মতো হয়ে যায়।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কৃষাণ সম্প্রদায় যোজনায় উদ্যোগপতিদের একটা অসুবিধার কারণ হল ব্যাঙ্ক। তারা এ বিষয়ে বিভিন্ন জিনিস চাইছে যা কোনওমতেই সম্ভব নয়। যোজনার মাধ্যমে নতুন ব্যবসায় নামেন কৃষক থেকে শুরু করে উদ্যোগপতিরা কিন্তু ব্যাঙ্ক প্রশ্ন করে তাদের এ বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিনা এখন কথা হচ্ছে যদি পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকত তাহলে কেনই বা তারা নতুন উদ্যোগ নিয়ে যোজনার মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করতেন। এহেন আরও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় বলেই এই যোজনার আওতায় নিজেকে নিয়ে আসতে পারেনা ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে উৎসাহ থাকলেও পিছিয়ে আসতে হচ্ছে। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন সরকার বারবার ব্যাঙ্কের সাথে এ বিষয়ে কথা বলছেন সরলীকরন করবার জন্য।

তিনি ফেক মিট বা গাছের মাংস নিয়ে আলোকপাত করেন যেখানে দেখা যাচ্ছে একেবারে পশু মাংসের মতনই এই মাংস দেখতে এবং খেতে। যদিও ১০০% না হলেও ৭০ শতাংশ পশু মাংসের মতনই খেতে লাগছে। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, জেলায় জেলায় ছোট ছোট খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য সুবন্দোবস্ত নেই, তিনি উদ্যোগপতিদেরকে এবিষয়ে ভাবনা চিন্তা করে এগিয়ে আসবার কথাও জানান।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বণিক সভার চা এবং পাট সংক্রান্ত দপ্তরের চেয়ারম্যান সঞ্জয় রাশিওআসিয়া।

ছবি : প্রীতম দাস

বার্তা

রঙে রেখায় : ৫ মার্চ সন্ধ্যায় আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের ১৫৯ তম বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনীর সূচনা করলেন কলেজের অধ্যক্ষসহ চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী ও অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। কলেজের ৫৫০ জন শিক্ষার্থীর আঁকা ছবি ও ভাস্কর্য নিয়ে প্রদর্শনীটি ১৩ মার্চ পর্যন্ত চলবে। ছবি : বরুণ মণ্ডল

নারীশক্তি: মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি মঞ্চে মহিলা উদ্যোগীদের সমাবেশ।

শিব পথিক : রাত পোহালেই যে মহা শিব রাত্রি, তাই শিবের মর্তে আগমন। তারাতলার কাছে।

একজোট : বিজেপির নারীশক্তি সমাবেশ বারাসাতে।

পদযাত্রা : নারীদের নিয়ে পথে সরব মুখ্যমন্ত্রী।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

মহেশতলার গণিপুরে এবার সরকারি ইংলিশ মাধ্যম চালু হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ জেলার সদর আলিপুর মহকুমায় প্রথম সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হল মহেশতলা পৌর এলাকার গণিপুরে। গণিপুর হাই স্কুলে(উ.মা.) বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি এবার ইংরেজি মাধ্যমেও পঠনপাঠন শুরু হল। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ইংরেজি মাধ্যমে পঠনপাঠন সূচনা করে বিধায়ক দুলাল চন্দ্র দাস বলেন, এই বিদ্যালয়ে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে ইংরেজি মাধ্যমে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণিতে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও ইংরেজি মাধ্যমে পঠনপাঠনের সুযোগ পাবে। মহেশতলা পৌর এলাকার মেধাবী ও অর্থনৈতিক ভাবে দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা তাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ করতে পারবে।'

প্রসঙ্গত, এই বিদ্যালয়ে আগে থেকেই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা শাখায় কো–এডুকেশন চালু রয়েছে।

এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা) সুজিত কুমার মাইতি, সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক(মাধ্যমিক শিক্ষা) অসিত দাস, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (মহেশতলা পশ্চিমচক্র) ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য, মহেশতলা পৌরসভার শিক্ষা দফতর সি.আই.সি. অলোকা মাইতি, এই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা চিত্রালী কুন্ডু চক্রবর্তী এবং এই বিদ্যালয়ে ইংরেজি মাধ্যমে আনার প্রধান কান্ডারী এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শিক্ষারত্ন ড. পল্লব কুমার দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে বাওয়ালী পল্লীমঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয় (উঃমাঃ)

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী

শিক্ষাদানের মহান আদর্শকে সামনে রেখে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এলাকায় শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে বাওয়ালী পল্লীমঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)। এবারে আমাদের শিক্ষাঙ্গণের পাতায় উঠে এসেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা নোদাখালী থানার অন্তর্গত বজবজ ২ নং ব্লকের বাওয়ালী পল্লীমঙ্গল হাই স্কুলের পথ চলার ইতিবৃত্ত। বর্তমানে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হরিমোহন নস্কর বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করেন।

বিদ্যালয়ের অগ্রগতির ইতিহাস

আজ থেকে ৫০ বছর আগে এলাকার কিছু উৎসাহী মানুষ যে জ্ঞানার্জনের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেছিল তা আজও স্বমহিমায় দীপ্যমান। এখনো সেই আলোকে আলোকিত হচ্ছে এলাকার অগণিত নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা। ১৯৭৪ সালের ২ জানুয়ারি বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়েছিল। ১৯৭৪–১৯২৪ এই ৫০ বছরের মধ্যে নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয় এগিয়ে চলেছে। ১৯৮০ সালে জুনিয়র হাই স্কুল রূপে প্রথম সরকারী অনুমোদন লাভ করে এই বিদ্যালয়। তারপর দীর্ঘ পথ চলার পর ২০০০ সালে উচ্চ বিদ্যালয় বা হাই স্কুল হিসাবে মান্যতা পায়। তারও বারো বছর পর ২০১২ সালে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়। বর্তমানে কলা বিভাগে

পঠনপাঠনের ব্যবস্থা রয়েছে।

এলাকার শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের গুরুত্ব

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হরিমোহন নস্কর বলেন যে, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী আর্থ সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে আসে। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার, সুতরাং তাদের বিদ্যালয়মুখী করে পাঠদান করা ও মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ করার বিশেষ গুরুদায়িত্ব শিক্ষক–শিক্ষিকাদের ওপরেই থাকে। প্রায় হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র–ছাত্রীর শতকরা অনুপাত ৪০:৬০।

হরিমোহন বাবু আরো বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় থেকে সবরকম সরকারী প্রকল্পের সুবিধার যথাসম্ভব ব্যবস্থা রয়েছে। ঐক্যশ্রী প্রকল্প, কন্যাশ্রী প্রকল্প, তপসিলি ও সংখ্যালঘু ছাত্র–ছাত্রীদের বুক গ্রান্ট, সবুজসাথী, মিড ডে মিল, সরকারী বই–খাতা, ওষুধ, আইসিআই কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সহ একাধিক বিষয়ে ছাত্র–ছাত্রীরা পরিষেবা পেয়ে থাকে। সর্বশিক্ষা মিশনের আর্থিক সহায়তায় ইতিমধ্যে ১৭টি কক্ষ নির্মিত হয়েছে। এছাড়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি শৌচাগারসহ সম্পদ কক্ষ রয়েছে। বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী ও স্মার্ট ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বলেন এই বিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্র বর্তমানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পেশায় শিক্ষকতা, ইঞ্জিনিয়ারিং পঞ্চায়েত, বিডিও ইত্যাদি সরকারী বেসরকারী পদে কর্মরত।

বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী

শুধুমাত্র সিলেবাস ভিত্তিক পঠনপাঠনই নয় ছাত্রছাত্রীরা সারা বছর ধরে নানা সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, জাতীয় দিবস উদযাপন, শরীরচর্চা, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। সমাজের অংশ হিসাবে ছাত্রছাত্রীরা নানা সামাজিক কর্মসূচি যেমন বাল্য বিবাহ রোধ, বৃক্ষরোপণ, এলাকা পরিষ্কার, ডেঙ্গি প্রতিরোধ, করোনা কালে স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদি একাধিক কর্মসূচিতে এলাকাভিত্তিক প্রচারে অংশ নিয়ে থাকে।

শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হরিমোহন নস্কর শিক্ষার লক্ষ্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ''আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম...' অর্থাৎ তিনি শিক্ষাকে বর্তমান সময়ের সাপেক্ষে জীবন ও জীবিকার উপযোগী করে প্রাসঙ্গিক করার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, অনেক ছাত্রছাত্রীই উচ্চ মাধ্যমিকের পর আর প্রথাগত পড়াশোনা করতে পারে না। সেক্ষেত্রে ভোকেশনাল কোর্স, হাতে কলমে ট্রেনিং খুবই অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। তিনি জীবিকার দিশা ঠিক করতে বিদ্যালয়ের তরফে কেরিয়ার কাউন্সেলিং এর কথা বলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে পল্লীমঙ্গল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ BBIT (Budge–Budge Institute of Technology) সংস্থাকে অনুরোধের সাপেক্ষে একটি সেমিনারের ব্যবস্থা করা হয়। বিবিআইটি–র তরফ থেকে ১২০ জন ছাত্রছাত্রীকে ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিংএর স্টুডেন্টরা ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থার জন্য সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস ২ জানুয়ারীর প্রভাতে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে, পদযাত্রায় বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকাসহ উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান লক্ষ্মী নারায়ণ জাটি সহ পরিচালন সমিতির সভাপতি প্রদ্যোৎ কুমার সাঁতরা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও দুইদিন ব্যাপী অঙ্কন–ক্যুইজসহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যার চূড়ান্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে আগামী মার্চ–এপ্রিল মাস নাগাদ বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময় অনুযায়ী। এই প্রসঙ্গে, হরিমোহন বাবু বলেন, ২০২৪ সালে বিদ্যালয়ে ৩টি ডিজিটাল ক্লাসরুম চালু করা হবে, লাইব্রেরিটিকে পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরির রূপ দেওয়া হবে। বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সর্বোপরি, তিনি এই প্রতিবেদনটির জন্য আলিপুর বার্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের প্রাক্কালে তিনি বিদ্যালয়ের সমস্ত প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ, সহকর্মীগণ, গ্রামাবাসীবৃন্দ শুভানুধ্যায়ীদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে উত্তর বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েত, বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং বিদ্যালয়ে কর্মরত সকল শিক্ষক–শিক্ষিকা–অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যপাদ জানান।

মাঙ্গলিকী

রাজডাঙা দ্যোতকের ৩৪তম বর্ষপূর্তি উদযাপন

রাজডাঙা দ্যোতক আয়োজিত ষষ্টতম মুক্তপ্রাণ নাট্যোৎদব ২০২৪
প্রথম পর্যায়, স্থান– মুক্তাঙ্গন, রঙ্গালয়।
৩৪তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন
২৭ জানুয়ারি ২০২৪, সঞ্চালনা প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত
আলোচক : বাবুল কৃষ্ণ দে

বিগত ২৭ জানুয়ারি ২০২৪ এবং ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে রাজডাঙা দ্যোতক আয়োজন করল তাদর ষষ্ঠতম মুক্তপ্রাণ নাট্যোৎসবের ১ম পর্যায়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাটককার সুব্রত কাঞ্জিলাল, শ্যামলচন্দ্র এবং চন্দন দাশ প্রমুখেরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের শুভ সূচনা হল। উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে উত্তরীয় পুষ্পস্তবক ও স্মারক দিয়ে বরণ করা হয়। উপস্থিত অতিথি বর্গ রাজডাঙা দ্যোতক নাট্য দলের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রতি বছর তাদের এই নাট্যানুষ্ঠানের জন্য। এভাবেই শান্তনু ও শুভাশিস রাজডাঙা দ্যোতককে নাট্যমোদি দর্শকের কাছে অভিনন্দিত করে চলেছে। ওর দুজনেই এই দলের কর্ণধার ও পৃষ্ঠপোষক। সঞ্চালক প্রেমানন্দ দাশগুপ্ত। এই উৎসবে মোট দশটি নাট্যদল অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতিটি দিন মুক্তাঙ্গন দর্শক সমাগমে ভরপুর ছিল।

২৭ জানুয়ারি অভিনীত হয় ১ম নাটক 'সবটাই অভিনয় নয়'। রচনা ও নির্দেশনায় জয়েশ ল। প্রযোজনায় নেতাজীনগর সরস্বতী নাট্যশালা। এটা ওদের নতুন প্রযোজনা। অভিনয়ে দলের শিল্পীবৃন্দ। সুব্রতা সাহা, জয়েশ ল, বিরাজ সিনহা প্রমুখেরা। খুবই মনোগ্রাহী ও মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা।

দ্বিতীয় নাটক 'আমি তো সেই মেয়ে' নাট্যকার প্রবীর গুহ, নির্দেশনা তপন দাস, প্রযোজনা খড়দহ থিয়েটার জোন, অভিনয়ে দলের সদস্যবৃন্দ। অভিনয়ে নির্দেশক তপন দাস, পৃথা ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে।

২রা জানুয়ারি মোট তিনটি নাটক অভিনীত হয়। ১ম নাটক 'মুখ'। নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা রাজীব সেন, প্রযোজনা সোনারপুর দৃশ্যম। অভিনয়ে দলের শিল্পীবৃন্দ। অমিত গাঙ্গুলী, কোয়েল ব্যানার্জী, রূপায়ণ বসু, অরুপ রায়, সন্তু সরকার, মিঠু মণ্ডল, অঙ্কিতা বল এবং কৌশিক মুখার্জী।

দ্বিতীয় নাটক 'অন্বেষক' নাট্যকার দীপক নায়েক, নির্দেশনা লক্ষ্মীকান্ত বল এবং প্রযোজনা নন্দীগ্রাম দর্পণ। একক অভিনয়ে লক্ষ্মীকান্ত বল।

তৃতীয় নাটক 'উরগ' নাট্যকার সমৃদ্ধি ব্যানার্জী, নির্দেশনায় অনুভব সেনগুপ্ত। প্রযোজনা অনীক, অভিনয়ে সমৃদ্ধি ও অনুভব। ৩রা ফেব্রুয়ারি মোট তিনটি নাটক অভিনীত হয়।

১ম নাটক সুদীপ্ত ঘোষাল রচিত ও নির্দেশিত এবং থিয়েটার ফর ইউ প্রযোজিত নাটক 'নাচনী' অভিনয়ে আদিত্য, সত্যপ্রিয় সরকার, তৃষা চক্রবর্তী, রজত রায়চৌধুরী, সুব্রত ঘোষ এবং সুদীপ্ত ঘোষাল।

দ্বিতীয় নাটক 'মুখোমুখি' রচনা শশী গুহ, নির্দেশনা প্রিয়াঙ্কা গুহ প্রযোজনা রাসবিহারী সাংকেতিক থিয়েটার গ্রুপ। দলের সদস্যবৃন্দ অভিনীত।

তৃতীয় নাটক আলিপুর অহনা প্রযোজিত, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী রচিত ও দীপঙ্কর চ্যাটার্জী নির্দেশিত নাটক 'মুরগী' অভিনয়ে দীপঙ্কর চ্যাটার্জী, অশোক দাস, মৌমিতা ব্যানার্জী, ধ্রুব দাস, সুজয় হাজরা, অমিত গাঙ্গুলি, আলোক সম্পাতে সৈকত মান্না, নির্দেশনায় দীপঙ্কর চ্যাটার্জী।

৪ঠা ফেব্রয়ারি মোট দুটি নাটক অভিনীত হয়। ১ম নাটক 'দ্বিখন্ডিত' নাটককার শৌভিক সেনগুপ্ত, নির্দেশনা শুভাশিস ভট্টাচার্য, প্রযোজনা রাজডাঙা দ্যোতক। অভিনয়ে ব্রতীন গাঙ্গুলি, বুদ্ধদেব দাস, নন্দিতা গোস্বামী।

দ্বিতীয় নাটক – 'মা মুঝে টেগোর বনা দে'। নাটক ও নির্দেশনা লাকিজী গুপ্ত, এটা লাকি জীর একক অভিনয়। লাকি নাটক নিবেদিত প্রাণ। সুদূর কাশ্মীর থেকে এসে স্বল্প পারিশ্রমিকে নাটক পরিবেশন করে যাচ্ছে বহু বছর ধরে। কলকাতায় লাকির আসা যাওয়া লেগেই থাকে। মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা, প্রতিটি নাটকই প্রয়োগ গুণে সমৃদ্ধ ও পরিবেশিত।

এদিন আর একটি অনুষ্ঠান সূচনা পর্বে অনুষ্ঠিত হল। এদিন নাট্যকার গবেষক ও নাট্যসমালোচক কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও নাট্য সমালোচক রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, স্মারক উত্তরীয় পুষ্প স্তবক নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র মহাশয়কে সম্বর্ধিত করা হয়। অনেক দেরিতে হলেও এই সম্মান তার প্রাপ্য ছিলই। বেটার লেট দ্যান নেভার।

উপসংহারে রাজডাঙা দ্যোতক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার বলে মনে করছি। রাজডাঙা দ্যোতক সব সময় নিজেদের খুঁটির জোরে তাদের নাট্য প্রবাহ চালিয়ে যাচ্ছে কোন রকম অনুদান বা গ্রান্টএর আশা না করেই। বর্তমানে নাটক প্রযোজনা অনেক খরচ সাপেক্ষ হয়ে গিয়েছে। তবুও ওরা থেমে থাকেনি। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তারা প্রতি বছরে বেশ কয়েকটি পর্যায়ে এই ধরনের নাট্য উৎসবের আয়োজন করে চলেছে। আমরা বিভিন্ন দলের নতুন প্রযোজনাগুলি দেখার সুযোগ পাই। ওদের এই উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই। নাটক নিবেদিত প্রাণ না হলে এভাবে গাঁটের পয়সা খরচ করে বাংলার নাট্য সংস্কৃতিকে এভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। আমাদের সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার এই যে আমাদের কোন সংগঠন নেই। থিয়েটার এখন ব্যয় বহুল। সবদেশেই থিয়েটার সাবসিডিতেই চলে। সংগঠন থাকলে আমরা হয়তো কিছু একটা করতে পারতাম। অন্ততঃ একটা জোরালো আওয়াজ তো তুলতে পারতাম। ইন্ডিভিজুয়াল রবকে কেউ পাত্তা দেয় না। থিয়েটার প্রত্যেকদিনই নতুন করেই করতে হয়। কালচারের প্রতি যে দৃষ্টি দেওয়া দরকার ছিল তা দেওয়া হয়নি। থিয়েটার ভাবি কালের কাছে যেন কোন স্বীকৃতি নেই। অনেকে সর্টকার্ট নিচ্ছে কিন্তু তাতে সামগ্রিক কিছু লাভ হবে না। আমাদের অবক্ষয় দেখে কোথায় একটা যন্ত্রণা হয়। আমরা যা মুখে বলি তা করিনা। আমরা যে দর্শনের কথা বলি তার মধ্যে দ্বিচারিতা আছে। আমরা অনেক কিছু দেখেও চোখ বন্ধ করে চলেছি।

সময়ের সংকট বড়ই ভয়ঙ্কর। তথাপি বাংলার নাট্যদলগুলো যে প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করে চলেছে তার জন্য গর্বে আমার বুক ফুলেও ওঠে মাঝে মাঝে। নাটকের সাথে আছি বলেই হয়তো এখনো বেঁচে আছি বলে মনে হয়। তাই বলছি ওরা এগিয়ে চলুক আমি কাঠ বিড়ালির ভূমিকাটা নেবই নেব। এটা আমার অঙ্গীকার। প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্তের সঞ্চালনা অসাধারণ।

গীতিকার মিল্টু ঘোষ স্মরণে

ড. শঙ্কর ঘোষ

যে গান শুনে আপামর বাঙালি কয়েক দশক জুড়ে মোহিত হয়ে আছেন সেই গানটি হল বড় একা লাগে এই আঁধারে ।গানটি সুপারহিট ছবি টৌরঙ্গীর সে কথা সকলের জানা। গানটি ছিল প্রধান চরিত্র স্যাটা বোসের লিপে। ঐ চরিত্রের অভিনেতা মহানায়ক উত্তম কুমার। সুরকার অসীমা ভট্টাচার্য (মুখোপাধ্যায়)। তিনি ছবিটির প্রযোজিকাও বটে। এসব তথ্য প্রায় সকলের জানা। কিন্তু যে তথ্যটি বলিষ্ঠ সংখ্যক দর্শক শ্রোতারা জানেন না যে ওই গানটির গীতিকার মিল্টু ঘোষ ।ওই ছবিতেই মিল্টু ঘোষের কথায় আরেকটি গান ছিল কাছে রবে কাছে রবে জানি কোনদিন হবে না সুদূর । গানটির গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল অনিন্দ্যের লিপে। যে চরিত্রের শিল্পী বিশ্বজিৎ। এমন দুটি সুপারহিট গানের গীতিকার অন্ধকারই রয়ে গেলেন। বিশেষ করে প্রণব রায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত প্রমুখ স্বনামধন্য গীতিকারদের দাপটে মিল্টু ঘোষ খানিকটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন।

সেই গীতিকার মিল্টু ঘোষ গত ২৯ ফেব্রুয়ারি পরপারে পাড়ি দিলেন। এক অদ্ভুত ঘটনাই বটে। কারণ গত ফেব্রুয়ারি মাসে টৌরঙ্গী ছবির সঙ্গে যুক্ত তিনজন মানুষকে হারিয়েছি। প্রথমে চলে গেলেন ছবির অন্যতম নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিক ১৮ ফেব্রুয়ারি ।২০ ফেব্রুয়ারি চলে গেলেন ছবির সুরকার প্রযোজিকা অসীমা ভট্টাচার্য। মাসের শেষে চলে গেলেন মিল্টু ঘোষ।

বড় একা লাগে এই গানটি নিয়ে একটি ঘটনার কথা স্মরণ করতেই হয়। গানটি রেকর্ডিং হয়ে যাওয়ার পর ছবির পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের গানটি একেবারে পছন্দ হয়নি। স্যাটা বোসের একাকিত্বের সময় এই গানটি যায়না বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সে কথা পিনাকী জানালেন অসীমাকে। অসীমার মন ভেঙে গেল। তিনি এ ঘটনার কথা মহানায়ককে জানালেন। সব শোনার পর উত্তম কুমার অসীমাকে আশ্বস্ত করলেন। পরে উত্তম কুমার পিনাকী বাবুর সঙ্গে এই নিয়ে কথাবার্তা বলে গানটি ছবিতে রাখার বন্দোবস্ত করলেন। বাকিটা তো ইতিহাস হয়ে গেছে।

খুব বেশি ছবিতে মিল্টু ঘোষ কাজ করেননি। কিন্তু কিছু কিছু গান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। যেমন দাবী ছবিতে ব্যবহৃত গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া মিল্টু ঘোষের লেখা শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি গানটি। সুরকার অমল মুখোপাধ্যায়। নায়িকা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের লিপে ছিল গানটি। আজও লক্ষ্মী পূজার দিনগুলিতে এই গানটি অপরিহার্য হয়ে রয়েছে। অজানা শপথ ছবিতে নিজের সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন ও আকাশ সোনা সোনা গানটি। গীতিকার মিল্টু ঘোষ। গানটি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের লিপে ছিল॥ ওগো বন্ধু আমার এই গানটিও অজানা শপথ ছবির। গেয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায়। লিপ দিয়েছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। মেমসাহেব ছবিতে অসীমা ভট্টাচার্যের সুরে মান্না দে ও অসীমা ভট্টাচার্য মিল্টু ঘোষের কথায় গেয়েছিলেন গান আজ বুঝি পাখিরা ।

প্রচুর বেসিক রেকর্ডে মিল্টু ঘোষের কথায় বিভিন্ন সুরকারের সুরে সব বিখ্যাত শিল্পীরা গান গেয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করতেই হয়। মুকেশ গেয়েছেন মন্দ বলে লোকে বলুক না, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন সেই চোখ কোথায় তোমার, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন, কাজল ধোয়া চোখের জলে, তরুন বন্দোপাধ্যায় গেয়েছেন দোল দোল চতুর্দলায়, পিন্টু ভট্টাচার্য গেয়েছেন এক তাজমহল গড়ো হৃদয়ে তোমার, মৃণাল চক্রবর্তী গেয়েছেন, কেন জানিনা যে শুধু তোমার কথাই মনে পড়ে, গীতা দত্ত গেয়েছেন, কাজল কাজল কুসুম কুসুম শিউলি ঝরে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন, এত সুন্দর এই পৃথিবী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন অশ্রুতে মোর কান্নাতে মোর ।

রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরে তিনি চাকরি করতেন। শেষের দিকে নিজেকে তিনি গুটিয়ে নিয়েছিলেন। বার্ধক্য জনিত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স ৯০ বছর। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি আমরা॥

বিবেকানন্দের বাড়িতে শ্রীচৈতন্য বন্দনা

শ্রেয়সী ঘোষ : গত ১ মার্চ সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির রামকৃষ্ণ মঞ্চে যে অধিবেশন বসেছিল তার বিষয় ছিল কথায় ও গানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন। শিল্পী ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। মহাপ্রভুর জন্ম থেকে শুরু করে অপপ্রকট হওয়া পর্যন্ত সব বিখ্যাত ঘটনা গুলি তিনি সুন্দরভাবে ধাপে ধাপে তুলে ধরেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু পদাবলী সংগীতও তিনি পরিবেশন করেন। যে গানগুলোর মধ্যে ছিল সখি গৌরাঙ্গ গড়িলো কে, গোঠে আমি যাব মাগো, মাধব বহুত মিনতি করি তোয়, কেশব কুরু করুণাদিনে, প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম, হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো প্রভৃতি। এক ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঞ্চের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন ড. শঙ্কর ঘোষ। শিল্পীকে তবলা ও শ্রীখোলে সহযোগিতা করেন কল্যাণ বিশ্বাস।

সুন্দরবন সংগ্রহশালার উদ্বোধন

পাপড়ি সরদার : ভারতীয় সুন্দরবনের সকল মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে একমাত্র এই প্রথম গোসাবা ব্লকের পাঠানখালী দ্বীপের 'সুন্দরবন হাজী দেশারত কলেজ' এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ১৯৬১ সালে স্থাপিত হওয়া এই কলেজটি সুন্দরবনের অন্যতম প্রাচীন কলেজ। বহু গবেষক ও উৎসাহী মানুষ প্রায় সময় এই কলেজে আনাগোনা করেন সুন্দরবন সংক্রান্ত তথ্য আহরণের জন্য। এই কলেজের গ্রন্থাগারীক সুকুমার মণ্ডল এই ভাবনা নিয়ে একটা সময় বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। তাই তিনিই প্রায় এক বছর আগে স্মরণাপন্ন হন বিশিষ্ট সংগ্রাহক গবেষক উজ্জ্বল সরদারের। এবিষয়ে উজ্জ্বলবাবু তাঁর

সংগ্রহের একাধিক নিদর্শন এই কলেজকে বেশ উৎসাহের সঙ্গে দান করে দেন, এই সংগ্রহশালা গড়ে তোলার জন্য। এমনকী তিনি শারীরিকভাবে পরিশ্রম করেও সমগ্র সংগ্রহশালাটির বাস্তব রূপদান করেন। ৫ মার্চ, মঙ্গলবার কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একটি অংশে বেশ কিছু নিদর্শন নিয়ে উদ্বোধন হয়ে গেল এই সংগ্রহশালার। সংগ্রহশালার উদ্বোধক হিসাবে হাজির ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ উদয়ন ভট্টাচার্য, প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক তথা ওই কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি সুকুমার পয়রা, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সংগ্রাহক তথা সুন্দরবন গবেষক উজ্জ্বল সরদার। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ তরুণ মণ্ডল জানান, এই কলেজ নিয়ে তাদের আগামী দিনের পরিকল্পনা। কলেজের এই সংগ্রহশালা গড়ে তোলার জন্য কলেজ গ্রন্থাগারীক সুকুমার মণ্ডলের আন্তরিক প্রয়াস ছিল নজরকাড়া। আগামীদিনে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অন্যান্য অতিথিবৃন্দদের সামনে এই সংগ্রহশালাকে তুলে ধরার জন্য সকলেই বিশেষভাবে দ্বায়বদ্ধ। গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এমন উৎকৃষ্ট ভাবনার কাজ সমগ্র সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলেই স্বীকার করা যায়।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

শব্দের ঝংকার

(সম্পাদনা সুনীল মুখোপাধ্যায়, ডিসেম্বর ২০২৩, ৪৫ বর্ষ, দাম ১০০ টাকা) ৪৫ বর্ষ অতিক্রান্ত এই পত্রিকাটি সম্প্রতি দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে চলছে। দীর্ঘ দিনের সম্পাদক সুনীল মুখার্জী প্রয়াত হয়েছেন বছর শেষে।

সম্ভবতঃ এই সংখ্যাটিই সুনীল বাবুর শেষ সম্পাদনা। ১২০ পাতার মধ্যে রয়েছে শতাধিক কবিতা। গল্প ও অন্যান্য গদ্য রয়েছে সাতটি। নতুন লেখকদের প্রকাশের আলোয় আনার জন্য আন্তরিক এই প্রয়াস আরও দীর্ঘস্থায়ী হোক, বাঙলা ভাষা চর্চার এই ধারাটি অবিরল থাকুক।

রানাঘাটের নিজস্ব প্রাচীন সংস্কৃতি 'ময়ূরপঙ্খী'

প্রতীক পাল

আমাদের প্রাণের ভারতবর্ষ সংস্কৃতির চাদরে মোড়ানো। বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পীঠস্থান রূপে পরিচিত। এই বাংলার প্রতিটি কোনায় লোকসংস্কৃতির প্রতিচ্ছবির প্রকাশ। আমার জন্মভূমি রানাঘাট এইরকম বহু লোকসংস্কৃতির সাক্ষী হয়ে রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম 'ময়ূরপঙ্খী' আঠারো শতকে রানাঘাটের দুর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার পরিবার পালচৌধুরীদের দ্বারা এই সংস্কৃতির সূচনা হয় যা ভারতবর্ষের আর কোনো প্রান্তে পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণত প্রতিবছর পয়লা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের সূচনালগ্নের সন্ধ্যেবেলা এই গোষ্ঠবিহারকে কেন্দ্র করে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে যায় মূল আকর্ষণ গোরুর গাড়িতে দাঁড়িয়ে 'কবিগান'। শোনা যায় এই শোভাযাত্রাকে ঘিরে পূর্বে যে সাংস্কৃতিক কার্যাবলী বা বিশেষ সাংস্কৃতিক চিত্র ফুটে উঠত তা সত্যিই অভূতপূর্ব। অন্যদিকে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও সেইসময় ময়ূরপঙ্খীকে কেন্দ্র করে যে প্রভাব পড়েছিল তাতে এই উৎসবকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এক মিলন স্থল বলা যেতে পারে। মূলত গোয়ালা সম্প্রদায়ের দ্বারা রানাঘাটের এই উৎসব পরিচালিত হত যার ছাপ এখনও লক্ষ্য করা যায়। কাল সময় নির্বিশেষে আজ সেই ঐতিহ্যময় লোকসংস্কৃতি অনেকাংশে পরিবর্তিত। কথিত আছে গোয়ালারা এই উৎসব সফলতার সঙ্গে সংগঠিত করতে তাঁদের পোষা গরুকে আলাদা মর্যাদায় অভ্যর্থনা জানাত। রানাঘাটের দক্ষিণ পাড়া ও আনুলিয়া সংলগ্ন এলাকার গোয়ালা ঘোষেরা মূল উদ্যোগী ছিলেন এই উৎসব পালনে। এছাড়াও রানাঘাটের সড়কপাড়া ও সাঁটিগাছার উদ্যোক্তা ছিলেন যাদব ঘোষ সম্প্রদায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বলাই ঘোষ, নিমাই ঘোষ, বলরাম ঘোষ, সুখদেব ঘোষের দীর্ঘদিন এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আনুমানিক ১২৭৫ বঙ্গাব্দে সূচনা হয় আনুলিয়ার গোষ্ঠবিহার। জনশ্রুতি আছে আনুলিয়ার জমিদার ক্ষীরোদ গোপাল রায় তাঁর পরিবারের রাতে বাইরে গিয়ে গোষ্ঠবিহার দেখা যথাযথ নয় বলে আনুলিয়া গ্রামে গোষ্ঠবিহার চালু করেন। তৎকালীন সমাজে মহিলাদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন থাকলেও ময়ূরপঙ্খী উৎসবে গোয়ালিনীরাও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করত।

এবার আসা যাক প্রস্তুতির কথায়। রানাঘাট গোয়ালা সম্প্রদায় পয়লা বৈশাখ সারাদিন গোমাতাদের বিশ্রামে রাখেন। এরপর গোয়ালঘর ধূপ, ধুনো দিয়ে শোধনের পাশাপাশি গোমাতাকে ধান, দুর্বা, চন্দন দিয়ে বরণ পর্ব শেষে কপালে সিঁদুরের টিপ লাগানো হয়। জানা যায় তারপর দুধ দোয়ালো ও সেই দুধ নতুন পাত্রে রেখে দুধ উৎলানো হয়। বিশ্বাস যে উথলে পড়লে সারাবছর দুধের অভাব হয় না। দুপুরবেলা নিয়ম মেনে গোমাতার পূজার প্রচলন ছিল। পূজা শেষে একটি গোরুর গাড়িকে ময়ূরের আদলে সাজানো হত রঙিন কাগজও রংবেরঙের ফুল দিয়ে যার মধ্যে অন্যতম ছিল কৃষ্ণচূড়া। শুভ প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হত কলাগাছ। ময়ূরপঙ্খীর পেছনের গাড়িতে রাইদের রাখা হত। এই শোভাযাত্রার একটি অঙ্গ ছিল মাটির পুতুল সাজানো। পুরানের কাহিনী ও সমাজের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলা হত পুতুলের মাধ্যমে ।

১৯৪৯ সালে ময়ূরপঙ্খীর শোভাযাত্রায় দেশভাগের কাহিনী উঠে এসেছিল পুতুল সজ্জার যা তৎকালীন 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও আতশবাজি পোড়ানো ও বাতাসার হরিলুট করা হত। এছাড়াও দেবদেবীর বেশভূষায় বহুরূপী সাজও ছিল এই শোভাযাত্রার অঙ্গ। ময়ূরপঙ্খীতে যারা গান করেন তাদের 'গায়েন' বলা হয়। আগেকার দিনে ময়ূরপঙ্খীতে ছিল 'তরজা গান' ও 'কবিগান'। এই গানের জন্য মাজদিয়া, কাশিমবাজার, মেমারি প্রভৃতি জায়গা থেকে গায়করা রানাঘাটে আসতেন। রানাঘাটের হিজরেদের দিয়ে 'খেমচা নাচ' পুরোনো দিনের ময়ূরপঙ্খীর অন্যতম অঙ্গ। সঙ্গে থাকত ঢোল। ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে শোভযাত্রায় সাজ, সঙ্গীত, নৃত্যকলা রানাঘাটবাসীর কাছে এই লোকশিল্পকে জনপ্রিয় করেছিল। রানাঘাট প্রচুর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাক্ষী। আমি গর্বিত রানাঘাটবাসী হিসেবে। গর্বের বিষয় হচ্ছে হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে রানাঘাটের বিশেষ কিছু পরিবার যা লোকসংস্কৃতির ময়দানে আমাদের এক সতন্ত্র পরিচয় দেয়।

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে
পড়তেই হবে

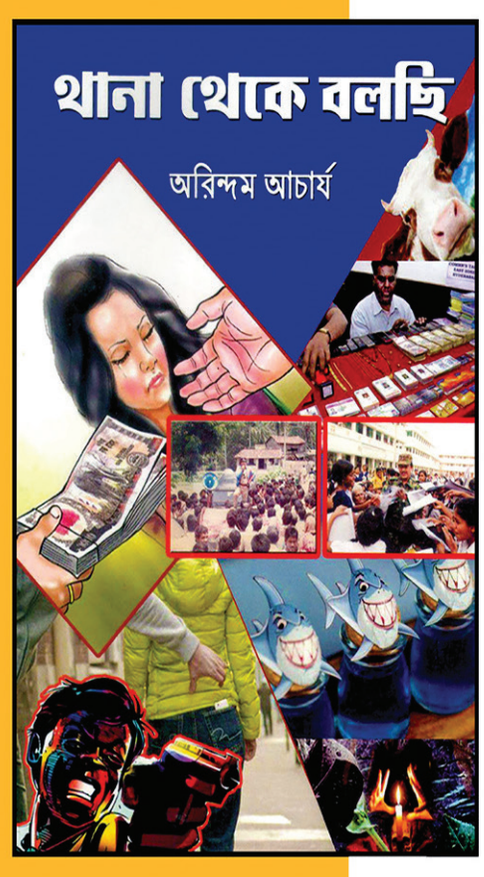

কি রয়েছে

- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু .....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/- টাকা

REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I. NO. - 13709/66

আঁতস কাঁচে

আন্তঃজেলা ফুটবল

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে আইএফএ'র যৌথ উদ্যোগে আইএফের পরিচালনায় অনূর্ধ্ব -১৭ ও অনূর্ধ্ব -১৪ আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আগামী ১৪ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে নৈশালোকে অনূর্ধ্ব- ১৭ বিভাগের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের ২৪ টি জেলা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। আটটি গ্রুপে দল গুলিকে বিভক্ত করা হয়েছে। আটটি জেলা হাওড়া নদিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুর, কালিম্পঙ, কোচবিহারে গ্রুপ পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

জিতল মহমেডান

আই লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে গোকুলাম কেরালাকে হারাল মহমেডান স্পোর্টিং। ৩-২ গোলে জয় পায় সাদাকালো ব্রিগেডের। এইমুহূর্তে ১৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে শীর্ষে অবস্থান করছে মহামেডান স্পোর্টিং ফুটবল দল। প্রসঙ্গত, প্রথম লিগের ম্যাচে, এই গোকুলামের বিরুদ্ধে নৈহাটি স্টেডিয়ামে ১-১ গোলে ড্র করে মহমেডান।

ফেডারেশনে ডামাডোল

এআইএফএফের প্রধান আইনি উপদেষ্টা নীলাঞ্জন ভট্টাচার্যকে টারমিনেট করে দিয়েছে এআইএফএফ। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) রবিবার তার প্রধান আইনি উপদেষ্টা নীলাঞ্জন ভট্টাচার্যের পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে। যখন তিনি সংস্থার সভাপতি কল্যাণ চৌবের বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন তারপরেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কল্যাণ চৌবে তার বিরুদ্ধে ওঠা সকল অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেছিলেন। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লেখা একটি চিঠিতে নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন যে চৌবে অস্বচ্ছ টেন্ডার প্রক্রিয়া এবং দরপত্রের অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দের মাধ্যমে দুর্নীতির পথ' তৈরি করেছেন। কল্যাণ চৌবে বলেছিলেন যে তিনি আইনিভাবে এর জবাব দেবেন।

টিকিটে বিতর্ক

ডার্বির টিকিটের মূল্যে তারতম্য। আইএসএলের প্রথম ডার্বিতেও নিজেদের হোম ম্যাচে টিকিটের দাম বেশি রেখেছিল মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান সমর্থকদের টিকিটের মূল্যে কোনও তারতম্য ছিল না। দুই ক্লাবের সমর্থকদের জন্যই একই দামের টিকিট রাখা হয়েছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল এদিন যে টিকিটের দাম প্রকাশ করেছে তাতে বিরাট তারতম্য রয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের জন্য এক দাম। একই গ্যালারির টিকিট মোহনবাগান সমর্থকদের কাটতে হবে প্রায় দ্বিগুণ টাকা দিয়ে। ডার্বির ১০০ বছরের ইতিহাসে এর আগে এরকম টিকিটের তারতম্য হয়েছে কিনা জানা নেই। যেমন ইস্টবেঙ্গলের বি থ্রি গ্যালারির টিকিটের দাম ১০০ টাকা। একই গ্যালারির টিকিট (ডি থ্রি) মোহনবাগান সমর্থকদের কাটতে হবে ২৫০ টাকা দিয়ে।

অশ্বিন ১০০

রবিচন্দ্রন অশ্বিনের জন্য দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ভীষণ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ধরমশালায় ১০০তম টেস্ট খেলেছেন অশ্বিন। ম্যাচের আগে অশ্বিনকে বিশেষ স্মারক তুলে দেন ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড়। মাঠেই উপস্থিত ছিলেন অশ্বিনের স্ত্রী প্রীতি নারায়ণন ও তাঁদের দুই মেয়ে।

যশস্বী দশে

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে প্রথম দশে স্থান পেলেন যশস্বী জয়সওয়াল। ৮ নম্বরে রয়েছেন বিরাট কোহলি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ না খেললেও র‍্যাঙ্কিংয়ে কোনও অধঃপতন হয়নি তাঁর। ৮৭০ পয়েন্ট নিয়ে একনম্বর স্থানে রয়েছেন কেন উইলিয়ামসন। ৭৯৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থানে জো রুট। ৭৮৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছেন স্টিভ স্মিথ।

ব্রিগেডে জনগর্জন বনাম যুবভারতীতে জনজোয়ার

মাঠের বাইরে কর্তারা জিতলেও মাঠে কি পারবে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনেক আগেই নির্ধারিত থাকা ডার্বির দিনেই হুট করে ডাকা হয়েছে ব্রিগেড সমাবেশ। সেই জনগর্জনের চাপেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে ডার্বি। একইদিনে শহরে ডার্বি করতে ম্যাচের আগেই ম্যাচ খেলতে নামতে হয় যেন লাল হলুদ কর্তাদের। কারণ এটা তাদের হোম ম্যাচ। পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ব্রিগেডের জন্য নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে না। প্রাথমিকভাবে শোনা গিয়েছিল, রাত ন'টায় শুরু হবে খেলা। কিন্তু তাতে রাজি হয়নি এফএসডিএল। সেই সময় ম্যাচ হলে সম্প্রচার করা সম্ভব হত না। রাত আটটার মধ্যে ম্যাচ করা সম্ভব না হলে জামশেদপুরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তাঁরা। এই নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়। অবশেষে ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের অনুরোধে রাত ৮.১৫ মিনিটে ডার্বি করার পক্ষে সম্মতি দেয় পুলিশ। কিন্তু সম্প্রচরকারী চ্যানেলের সমস্যার জন্য শেষপর্যন্ত ৮.৩০ মিনিটেই শুরু হবে ডার্বি। শেষপর্যন্ত অনেক টালবাহানার পর ডার্বি কলকাতায় রাখতে সক্ষম হন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল মাঠে কতটা প্রভাব দেখাতে পারবে তাই

দেখার। কারণ ডার্বির আগে মান্ডবীতে ভেসে যায় সুপার সিক্সের স্বপ্ন। নোয়া সাদুইয়ের করা একমাত্র গোলে গোয়ার কাছে ০-১ এ হেরে যায় লাল হলুদের। ১৮ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ন'নম্বরেই ইস্টবেঙ্গল। বাকি চার ম্যাচ জিতলেও ৩০ পয়েন্টে পৌঁছবে কলকাতার প্রধান। ইতিমধ্যেই টেবিলের প্রথম চার দলের পয়েন্ট তার থেকে বেশি। ১৭ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে কেরল ব্লাস্টার্স। ধরে নেওয়াই যায় বাকি পাঁচ ম্যাচ থেকে তাঁরা অনায়াসেই দু'পয়েন্ট বা তারও বেশি পাবে। অর্থাৎ একটাই জায়গা বাকি থাকছে। ষষ্ঠ স্থানের জন্য লড়াই হবে ইস্টবেঙ্গল, বেঙ্গালুরু, জামশেদপুর, নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড, চেন্নাই এবং পাঞ্জাবের মধ্যে। একমাত্র হায়দরাবাদ ছাড়া খাতায় কলমে বাকিদের এখনও সুপার সিক্সে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে ইস্টবেঙ্গল যা খেলছে, তাতে মিরাকেল না হলে কুয়াদ্রাতের দলের কোয়ালিফাই করা অসম্ভব। কুয়াদ্রাত বলেন, ডার্বির জন্য প্লেয়ারদের মোটিভেশন লাগে না। বড় ম্যাচ। সবাই খেলতে চায়। শারীরিক এবং মানসিকভাবে রিকভার করাটাই আসল। ডার্বিতে সবাই নিজের সেরাটা দেবে। আমরা তৈরি হয়েই নামব।' অন্যদিকে, জয়ের ছন্দে মোহনবাগান। মনবীর সিংয়ের অ্যাসিস্টের হ্যাটট্রিকের সৌজন্যে খালিদ জামিলের দলকে ৩-০ গোলে হেলায় হারিয়ে লিগ টেবিলের দু নম্বরে উঠে আসে মোহনবাগান। এদিন সবুজ মেরুনের হয়ে গোল করেন জেসন কামিংস, দিমিত্রি পেত্রাতোস এবং আর্মান্দো সাদিকু। মোহনবাগানের সামনে শুধু ওড়িশা এফসি। ১৬ ম্যাচ খেলে মোহনবাগানের পয়েন্ট ৩৩। ডার্বি জিতে শীর্ষে পৌঁছতে মরিয়া থাকবে মোহনবাগান তা বলাই বাহুল্য। এই ম্যাচে কার্ড সমস্যার জন্য খেলতে পারবেন না মিডফিল্ডার দীপক টাঙরি।

বয়স ভাঁড়ানোর দায়ে বহিষ্কৃত ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশি বয়সের এক ফুটবলারকে খেলানোর দায়ে অনূর্ধ্ব-১৭ ইয়ুথ লিগ থেকে বহিষ্কৃত হল ইস্টবেঙ্গল। কেরালার মলপ্পুরমের মুথুট ফুটবল অ্যাকাডেমিকেও একই দায়ে অনূর্ধ্ব-১৭ ইয়ুথ লিগ থেকে নির্বাসিত করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। শুক্রবার এআইএফএফ-এর শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ও মুথুট ফুটবল অ্যাকাডেমি একজন করে বেশি বয়সের ফুটবলারকে দলে রেখেছিল। ইস্টবেঙ্গলের কাছে হারের পর বেশি বয়সের একজন ফুটবলারকে খেলানোর অভিযোগ করে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সংশ্লিষ্ট ফুটবলারের বিরুদ্ধে জাল আধার কার্ড জমা দেওয়ার অভিযোগও আনা হয়। এই অভিযোগ খতিয়ে দেখে লাল-হলুদকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল এআইএফএফ। এই ঘটনায় কলঙ্কিত হল ইস্টবেঙ্গল।

বাগান ছাড়ছেন কিয়ান, ভাঙছে ইস্টবেঙ্গলের ঘরও

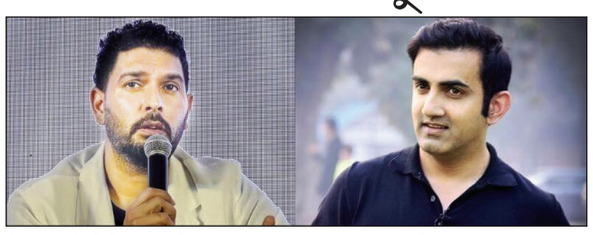

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুরু হয়ে গেল দলবদলের খেলা। জানা গিয়েছে চলতি বছরেই শেষ হচ্ছে মোহনবাগানের সঙ্গে ডার্বি বয়' কিয়ান নাসিরির চুক্তি। শোনা যাচ্ছে এই খবর পেতেই কিয়ানকে ঘরে তুলতে ঝাঁপিয়েছে চেন্নাইয়িন এফসি। নিঃশব্দে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ঘর ভাঙতে তৈরি চেন্নাইয়িন এফসি। আগামী মরসুমের কথা মাথায় রেখে দলগঠনে নেমে পড়ছে দক্ষিণের এই ফুটবল দল। বর্তমান পত্রিকার খবর অনুযায়ী, মোহনবাগানের কিয়ান নাসিরিকে নিজেদের জালে প্রায় তুলে ফেলেছে চেন্নাইয়িন এফসি। জানা যাচ্ছে যে ইস্টবেঙ্গলের মন্দার রাও দেশাইকেও নাকি ইতিমধ্যেই পাকা করে ফেলেছে চেন্নাইয়িন ম্যানেজমেন্ট। পরের মরসুমে তাঁদের যোগ দেওয়া এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। মোহনবাগান আকাদেমির নায়ক কিয়ান নাসিরি। সিএফসি'র হয়ে নজর কাড়ার পর সবুজ মেরুনের সিনিয়র স্কোয়াডে তাঁকে রিক্রুট করা হয়েছিল। ২০২২ সালে আইএসএলের ডার্বি তাঁর কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট আসে। সুপার-সাব হিসেবে নেমে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন কিয়ান। শুধু হ্যাটট্রিক করাই নয়, ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ওই ম্যাচের পরেই রাতারাতি তারকার মর্যাদা পেয়েছিলেন জামশেদ নাসিরির পুত্র। খেলায় ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে কিয়ানের মধ্যে। তারকা সমৃদ্ধ মোহনবাগানে ইদানীং সেভাবে ম্যাচ টাইম পাচ্ছেন না তিনি। জানা গিয়েছে সেই কারণেই নাকি অন্য ক্লাবে যেতে চাইছেন কিয়ান। জানা গিয়েছে, চেন্নাইয়িন থিঙ্কট্যাঙ্ক প্রথম একাদশে তাঁকে আরও বেশি সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সেই কারণেই নাকি মোহবাগান ছাড়তে চলেছেন কিয়ান নাসিরি। চলতি মরসুমের শেষেই মোহনবাগানের সঙ্গে চুক্তি শেষ হচ্ছে কিয়ান নাসিরির। ফ্রি ফুটবলার হওয়ার ফলে অন্য দলে যেতে কোনও সমস্যা হবে না তাঁর। জানা যাচ্ছে, তিন বছরের চুক্তিতে চেন্নাইয়িন এফসি যোগ দেবেন ২২ বছর বয়সী এই ফুটবলার। পুত্রের দলবদলের বিষয়ে অবশ্য পুরোপুরি অন্ধকারে রয়েছেন জামশেদ নাসিরি। নাসিরি জানিয়েছেন, কিয়ান এখন অনেক পরিণত। নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতার বাইরে অনেক বেশি খোলা মনে খেলতে পারবে। ভবিষ্যতের জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।' শুধু মোহনবাগান নয়। একইসঙ্গে মুম্বই সিটির স্ট্রাইকার গুরকিরাত সিংকে পেতেও নাকি তারা ঝাঁপিয়েছে। জানা গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ঘরও ভাঙতে চলেছে চেন্নাইয়িন। লাল-হলুদের লেফট উইং ব্যাক মন্দার রাও দেশাইয়ের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের চুক্তি এক বছরের। জানা গিয়েছে তাঁর এজেন্টের সঙ্গেও পাকা কথা সেরে ফেলেছে চেন্নাইয়িন এফসির কর্তারা।

প্রণীতের অবসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : টোকিও অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। সামনে প্যারিস অলিম্পিক। তার আগেই বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন ব্যাডমিন্টন তারকা বি সাই প্রণীত। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারকে বিদায় জানিয়ে তুলে রাখলেন র‍্যাকেট। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতাতে ব্রোঞ্জ জয়ী তারকা আচমকাই অবসর নিয়ে নিলেন। বি সাই প্রণীতের হাত ধরেই বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের ৩৬ বছরের পদক জয়ের খরা কেটেছিল। ৩১ বছরের এই ব্যাডমিন্টন তারকা লেখেন, আমি আমার কেরিয়ারে যা পেয়েছি তাতে আমি খুব খুশি। আমি জানি আমি আরও অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে পারতাম। তবে আমাকে অনেকেই মনে রাখবেন অন্যতম সেরা সিঙ্গেলস খেলোয়াড় হিসেবে। যা আমার কাছে খুবই স্বস্তিদায়ক।

সমর্থকদের মাত্রাছাড়া আবেগ ফাঁসল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএসএলের পয়েন্ট টেবিলে ভালো জায়গায় থাকলেও এবার এফএসডিএলের রোষের মুখে পড়ল মোহনবাগান। বড়সড় আর্থিক জরিমানাও হল সবুজ-মেরুনের। কিছু সমর্থকের খারাপ আচরণের মাসুল গুণতে হল মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টকে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয় মোহনবাগান। ম্যাচে ৩-০ জেতেন মনবীররা। তবে খেলার শুরুতেই বাগান গ্যালারি থেকে একটা টিফো নামে। আর তাকে কেন্দ্র করেই যত বিতর্ক এবং বিপত্তি বাড়ে। প্রথম দফায় জামশেদপুরে প্রিয় দলের খেলা দেখতে গিয়ে সেখানকার দর্শকদের দ্বারা নিগৃহের শিকার হয় একদল বাগান জনতা। হোম ম্যাচে জামশেদপুরকে লক্ষ্য করেই এক বিতর্কিত টিফো প্রদর্শন করে একটি ফ্যান ক্লাব। তারই শাস্তি হিসেবে আয়োজক মোহনবাগানকে বড়সড় শাস্তির সম্মুখীন হতে হল। জরিমানা হিসেবে গুণতে হল ৭ থেকে ১০ লাখ টাকা। মরসুমের শুরুতেই সমস্ত ফ্যান ক্লাবকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সমস্ত ফ্যান ক্লাবকেই ম্যাচের আগে নির্দেশ দেওয়া আছে, কোনও টিফো প্রদর্শন করার আগে তা একবার ম্যানেজমেন্টের কাছে দেখাতে হবে। এই ফ্যান ক্লাব টিফোর অর্ধেক অংশ দেখালেও, ওই বিতর্কিত অংশটা ম্যানেজমেন্টকে দেখায়নি। তাতে ওই বিশেষ টিফো নিয়ে মাঠে প্রবেশের অনুমতি মিলত না। ৭-১০ লাখ টাকা জরিমানার পর ওই নির্দিষ্ট ফ্যান ক্লাবকে বরখাস্ত করে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট।

রাজনীতিতে অনীহা এখন গম্ভীর থেকে যুবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনীতি ছাড়তে চলেছেন গৌতম গম্ভীর। বিজেপি সাংসদের ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা, অঙ্গীকার এতটাই যে সফল রাজনৈতিক কেরিয়ার ছেড়ে দিলেন তিনি। তিনি ট্যুইট করে লেখেন, আমাকে রাজনৈতিক কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দিতে দলের সভাপতি জে পি নাড্ডাকে অনুরোধ করেছি যাতে আসন্ন ক্রিকেটীয় প্রতিশ্রুতির প্রতি মনোসংযোগ করতে পারি। আমি প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমায় মানুষকে সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। জয় হিন্দ।' অধিনায়ক হিসেবে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে দু'বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন গম্ভীর। এবার সেই দলের মেন্টর হিসাবে ফিরছেন। কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে কেকেআরকে ট্রফি দিতে পারেন কিনা তা সময়ই বলবে। তবে সফল অধিনায়কের প্রত্যাবর্তনে খুশির হাওয়া নাইট সমর্থকদের মধ্যে, যেন বাড়তি আত্মবিশ্বাসও পেয়েছেন তাঁরা। ২০২৩ সালের ২১ নভেম্বর কেকেআরের তরফে ট্যুইট করে ঘোষণা করা হয়েছিল, মেন্টর হিসেবে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছেন। গম্ভীর নিজেও আবেগাপ্লুত হয়ে ট্যুইট করেছিলেন, জানিয়েছিলেন, কেকেআর তাঁর আপনজনের মতো, কলকাতা তাঁর দ্বিতীয় বাড়ি। আগের দুই মরসুমে লখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর ছিলেন গম্ভীর, দু'বারই দলকে প্লে অফে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তিনিই নয়, রাজনীতিতে অনীহা দেখিয়েছেন আর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার যুবরাজ সিংও। যুবরাজ সিং বিজেপিতে যোগদান করতে পারেন বলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল। যুবরাজকে পাঞ্জাব বা দিল্লির কোনও আসনে দাঁড় করানো হতে পারে বলে জানা যায়। যুবরাজ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই তথ্য জেনে রাতেই সোশাল মিডিয়ায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। যুবরাজ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, আমি গুরুদাসপুর থেকে ভোটে লড়ছি না। তবে মানুষকে নানাভাবে সহযোগিতা করা, তাঁদের পাশে থাকাই আমার প্যাশন। সেই কাজ আমার ফাউন্ডেশন ইউ উই ক্যানের মাধ্যমে চালিয়ে যাব।

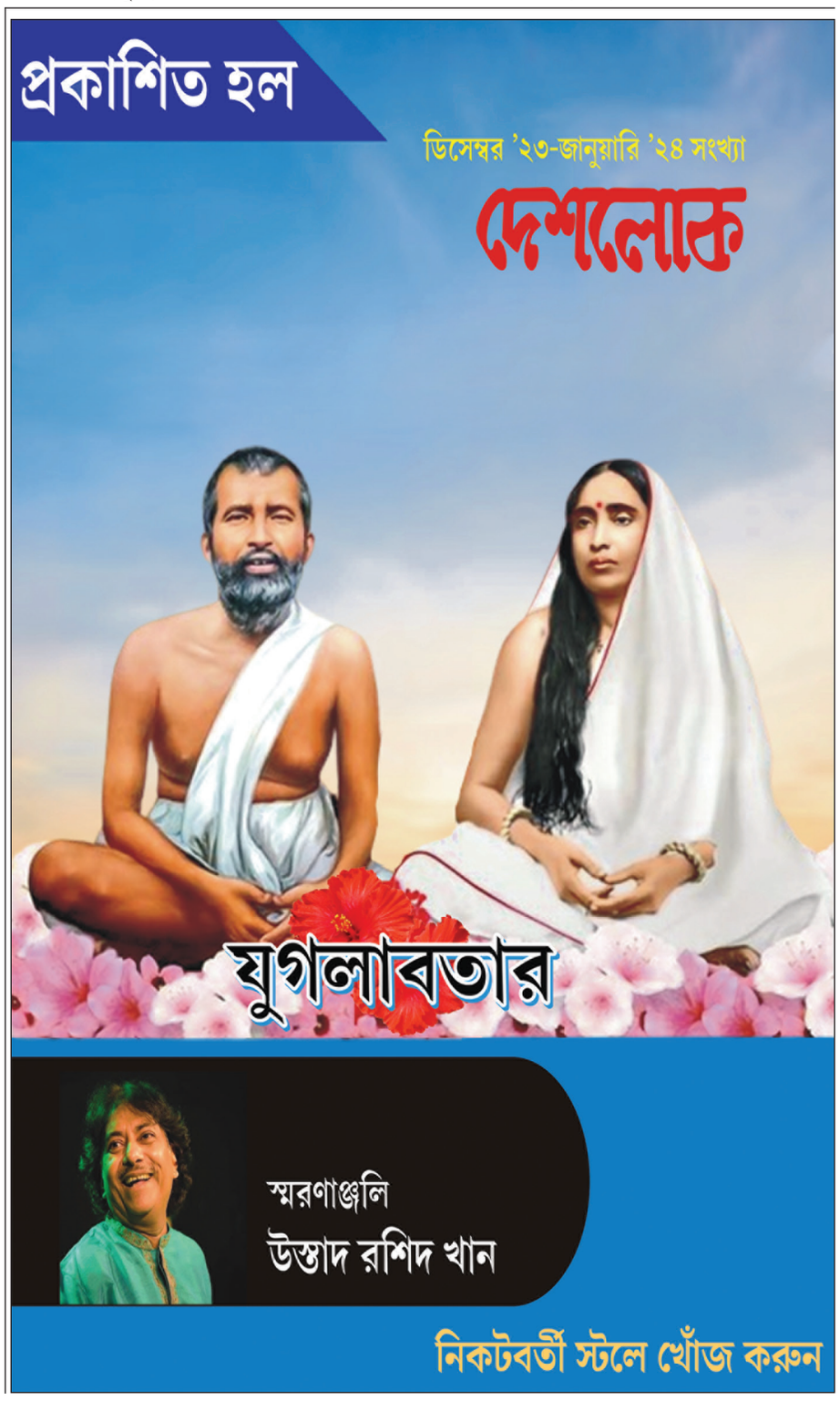

রাজ্য কবাডিতে হুগলির জয়জয়কার

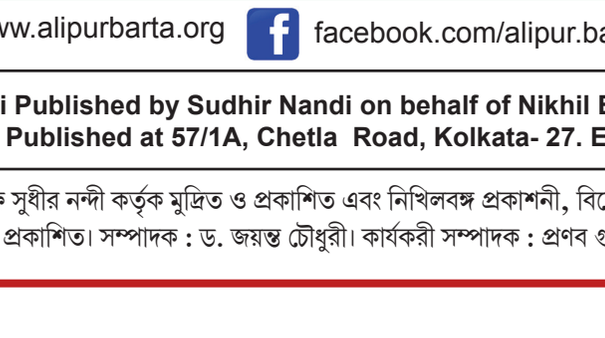

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর কবাডি সংঘ ও ভদ্রেশ্বর কবাডি আকাদেমির যৌথ উদ্যোগে আন্তঃ রাজ্য নক আউট অনূর্দ্ধ ১৬ এবং ৫৪ কেজি ওজন ভিত্তিক কবাডি প্রতিযোগিতা দু'দিন ধরে মার্চে শনি-রবিবার ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া শ্যামনগর জুট মিল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছেলেদের ১২টি জেলা দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার প্রথম দিন কবাডি খেলার উদ্বোধন করেন ১৯৯৮ সালে অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্বজিৎ পালিত। সংগঠনের সম্পাদক রামা শংকর রায় বলেন, একসময় চন্দননগরে কবাডি খেলার পীঠস্থান ছিল। পুনরায় প্রতিশ্রুতিমান কবাডি খেলোয়াড় তুলে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক কথায় অন্য জেলাগুলির থেকে এগিয়েছিলাম। এখন পরিকাঠামোর অভাবে জায়গাটা ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছি। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় ছেলেদের বিভাগে ফাইনালে মুখোমুখি হয় হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুর। হুগলির ছেলেরা যথেষ্ট দাপটের সঙ্গে মেদিনীপুরকে ৪৮-৪৪ পয়েন্টে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। হুগলির রাজ চৌহান বেস্ট ক্যাচার নির্বাচিত হয়। অন্যদিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেস্ট রিডার হয় শান্তনু মূর্ম্মু। হুগলির মেয়েদের সাব-জুনিয়র দল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় চ্যাম্পিয়ন হয়। রানার্স হয় নদিয়া। এখান থেকে বাছাই পর্ব করে চলতি মার্চ মাসে বিহারের পাটনায় জাতীয় সাব-জুনিয়র যাবে খেলতে বাংলা দল যাবে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মহিলা দলের খেলোয়াড় কাকলী বিশ্বাস, সম্পাদক ভীম রাম, লাল বাবু সিং, পাপ্পু জয়সওয়াল, সভাপতি প্রবীর চ্যাটার্জী, রণজিৎ সিং প্রমুখরা।

সম্ভাবনাময় কবাডি খেলোয়াড় রাজ চৌহান

মলয় সুর : কবাডি খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন চন্দননগরের ছেলে রাজ চৌহান। চন্দননগর বিলকুলি জেলে পাড়া গ্রামের ভাড়া বাড়িতে বাবা, মা ও দুইভাই মিলে থাকেন। টালির ছাউনি আর বেড়া দেওয়া ঘরে থেকেই স্বপ্ন দেখছেন বড় কবাডি খেলোয়াড় হওয়ার। শৈশবে বাড়ির কাছেই ন'পাড়া নিতাই স্মৃতি সংঘের মাঠে খেলা শুরু করেছিলেন রাজ। তখন থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল বড় কবাডি অলরাউন্ডার হবে। সেই চেষ্টা পূরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে। সদ্য চলতি মাসে অনূর্দ্ধ ১৬ বছর বয়সে সাব-জুনিয়র ডিস্ট্রিক্টে অসাধারণ খেলে হুগলি দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছে। এরই পাশাপাশি নিজে বেস্ট ক্যাচার হয়। এই কারণে বিহারের পাটনায় চলতি মার্চ মাসেই জাতীয় সাব-জুনিয়র বাংলা দলে খেলার সুযোগ পায়। বাবা অনিল চৌহান গাড়ি চালান। অনিলের আদি বাড়ি বিহারের গয়া জেলার সীতামারীতে। বাবার সামান্য আয়ে সংসার চলে। দলের কোচ প্রদীপ হালদার বলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ বড় জায়গায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের ছেলে এত কষ্টের মধ্যেও রাজের কবাডি খেলাটাই ধ্যান জ্ঞান সব থাকা সত্ত্বেও অনুশীলন করতে আসে। বাংলার সাব জুনিয়র দলে অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে তৈরি করে রাজ এখন বাংলার সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম। এখন লক্ষ্য কিছুটা বড় হয়ে প্রো-কবাডি খেলা। কবাডি খেলেই জয় করতে চায় দারিদ্র ও সব প্রতিবন্ধকতা।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com